CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 July 2021 ■ আগরতলা ১১ জুলাই, ২০২১ ইং ■ ২৬ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শনিবার ওইকএন্ড কারফিউ জারি হতেই রাজধানী আগরতলায় পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছে। ছবি নিজস্ব।

আট সপ্তাহ পর ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে করোনা আক্রান্তে কোন মৃত্যু হয়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। প্রায় আট সপ্তাহ বাদে গত ২৪ ঘন্টায় ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্ত হয়ে কোন মৃত্যু হয়নি। সাথে দৈনিক সংক্রমণও কিছুটা কমেছে। সুস্থতাও স্বস্তি দিচ্ছে। সবমিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪১১ জন করোনা আক্রান্ত, কোন মৃত্যু নেই এবং ৪৪১ জন সুস্থ হয়েছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ১৪১৭ এবং রেপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ৫৮২৫ জন মোট ৭২৪২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ২৮ জন এবং রেপিড এন্টিজেনে ৩৮৩ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৪১১ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে। সংক্রমণের হার কমে হয়েছে ৫.৬৮ শতাংশ।

তবে, সামান্য স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৪১ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৩৭১৩ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬৯৯৬১ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬৫৪৭৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১৫ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৯৩.৬৭ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০১ শতাংশ। নতুন করে কোন মৃত্যু না হওয়ায় এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৭০৯ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহের পর গত ২৪ ঘন্টায় কোন মৃত্যু হয়নি, এমন তথ্য মিলেছে।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, লাগাতর পশ্চিম জেলাই সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৯৭ জন, দক্ষিন জেলায় ৬১ জন, গোমতি জেলায় ৫১ জন, ধলাই জেলায় ৪২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৪ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৩৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬৫ জন এবং খোয়াই জেলায় ৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

নতুন রাজ্যপাল আসছেন ১২ জুলাই বিদায়ী রাজ্যপাল যাচ্ছেন পরদিনই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ত্রিপুরায় রাজ্যপাল পরিবর্তন হয়েছে। বিদায়ী রাজ্যপাল রমেশ বৈস আগামী ১৩ জুলাই রাজ্য ছাড়ছেন। ওইদিন তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। অন্যদিকে, নতুন রাজ্যপাল সত্যদেব নারায়ন আর্য্য আগামী ১২ জুলাই ত্রিপুরায় আসছেন।

রাজ্যপালের সচিব তরুণ কান্তি চাকমা বলেন, বিদায়ী রাজ্যপালকে সম্বর্ধনা দেওয়া এবং নতুন রাজ্যপালের শপথ গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। বিদায়ী রাজ্যপাল রমেশ বৈস আগামী ১৩ জুলাই রাজ্য ছাড়বেন। ওইদিন তাঁকে বিদায়ী সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, ১৪ জুলাই তিনি ঝারখন্ডের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেবেন।

এদিকে, নতুন রাজ্যপাল আগামী ১২ জুলাই বিকেল চারটায় দিল্লি থেকে সরাসরি বিমানে আগরতলায় আসবেন। এ-বিষয়ে তরুণ বাবু বলেন, নতুন রাজ্যপাল আগরতলায় আসার পর শপথের দিনক্ষণ তাঁর সাথে আলোচনার মাধ্যমেই স্থির করা হবে। তাঁর মতে, সম্ভত ১৩ জুলাই বিকেলে কিংবা ১৪ জুলাই সকালে নতুন রাজ্যপাল শপথ নেবেন। প্রস্তুতি সেভাবেই নেওয়া হচ্ছে, বলেন তিনি।

আজ হাসিনোকে আনারস পাঠাবেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের হাজারো উদাহরণ রয়েছে। সম্পর্কের উষ্ণতা বাড়াতে কসুর রাখেন না কেউই। তাইতো, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা উপহার স্বরূপ আম পেয়ে আপ্লুত ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আনারস পাঠাবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য আগামীকাল ত্রিপুরা থেকে ১০০ কার্টুন আনারস পাঠানো হবে। প্রত্যেক কার্টুনে ৪টি করে মোট ৪০০ আনারস পাঠাবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়েছে।

উদ্যান পালন দফতরের অধিকর্তা ফণিভূষণ জমাতিয়া বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশের বিখ্যাত হাড়িভাঙ্গা আম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৩০০ কেজি আম আগরতলাস্থিত বাংলাদেশের সহকারী হাই কমিশনার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ওই আম পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে এ-বিষয়ে জানা গিয়েছে। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী ওইদিনই বলেছিলেন বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের হৃদ্যতা আরও বাড়াতে ত্রিপুরা থেকেও আনারস পাঠানো হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক টুইট বার্তায় জানিয়েছিলেন, উপহার হিসেবে আম পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি ন বাংলাদেশের কোভিড পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছি। হাসিনাজি ও তাঁর পরিবারের সুস্থতা কামনা করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ইন্দো-বাংলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিকাকরণের তথ্যে গড়মিল এনএইচএম রাজ্য অধিকর্তার স্পষ্টিকরণ চাইল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। টিকাকরণের তথ্যে গড়মিল রয়েছে, প্রকাশিত সংবাদের উদ্বৃতি দিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা মিশন অধিকর্তার জবাব চেয়েছে উচ্চ আদালত। কোভিড-১৯ মহামারী সংক্রান্ত সুয়োমুটো মামলায় উচ্চ আদালত টিকাকরণের তথ্য চেয়ে নোটিশ দিয়েছে। আগামী ১৯ জুলাই পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য্য করেছে আদালত। উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি এ এ কুরেশী এবং বিচারপতি শুভাশীষ তলাপাত্রের ডিভিশন বেঞ্চের মতে, টিকাকরণে যোগ্য ব্যক্তির ৮০ শতাংশ এবং ৪৫ উর্দদের ৯৮ শতাংশ(প্রথম ডোজ) টিকা দেওয়া হয়েছে বলে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সঠিক নয়। তাই, আদালত এ-বিষয়ে স্পষ্টীকরণ চেয়েছে। ত্রিপুরা সরকারকে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আদালত লক্ষ্য করেছে, গত ২৫ জুন স্থানীয় দুইটি সংবাদপত্রে মিশন অধিকর্তা ডা: সিদ্ধার্থ শিব জৈসওয়ালের উদ্বৃতি দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে, ত্রিপুরায় টিকাকরণে যোগ্য ৮০ শতাংশ এবং ৪৫ উর্দদের ৯৮ শতাংশের (প্রথম ডোজ) টিকা দেওয়া হয়েছে। এ-বিষয়ে ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য, কোনভাবেই টিকাকরণে দেওয়া তথ্য সঠিক বলে মনে হচ্ছে না। আদালতের বক্তব্য, সরকারের হলফনামা অনুযায়ী ১৮ উর্দ যোগ্য ব্যক্তিদের জনসংখ্যা ত্রিপুরায় প্রায় ২৬.৮৬ লক্ষ। তেমনি ৪৫ উর্দদের জনসংখ্যা প্রায় ১২.৩৬ লক্ষ। মিশন অধিকর্তার দাবি অনুযায়ী, ২৪, ২৬,৮০৩ জনের টিকাকরণ হয়েছে। তাদের মধ্যে ৫, ৬৬,৪৫৮ জন দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন। আদতে ১৮, ৬০,৩৪৫ জন টিকা পেয়েছেন।

প্রধান বিচারপতি বলেন, এই জনস্বার্থ আবেদনের শুরু থেকেই আমরা জনসাধারণের তথ্য বিতরণের নির্ভরযোগ্যতার উপর প্রচুর চাপ দিয়ে চলেছি। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সরবরাহকৃত তথ্যে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং নির্ভুলতা পাওয়া যায় কেবল তখনই জনগণ সঠিক চিত্রটি বুঝতে পারবেন এবং তথ্য বিতরণ পদ্ধতিতে বিশ্বাস রাখবেন।

ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ত্রিপুরায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন কর্মকর্তা যখন এমন তথ্য সরবরাহ করেছেন যা ভুল ছিল, তখন আমরা তাকে সংবাদমাধ্যমের কাছে একটি সংশোধন বিবৃতি দেওয়ার প্রত্যাশা করেছিলাম।

আদালত আরও বলেছে, প্রকাশিত সংবাদ দেখে মিশন অধিকর্তার সরকারিভাবে বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল যে প্রদত্ত তথ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে অথবা কোথাও ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। আমরা আশা করি, কালবিলম্ব দেরী না করে তিনি সেই উদ্যোগ নেবেন। ডিভিশন বেঞ্চ অ্যাডভোকেট জেনারেলকে এ-বিষয়ে তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপনে অনুরোধ করেছেন। আদালত অ্যাডভোকেট জেনারেলকে আরো বলেছে, মৃত্যুর সংক্রান্ত বিশ্লেষণমূলক কোন তথ্য যা মৃত্যুর হার বৃদ্ধির প্রাথমিক কারণ প্রতিষ্ঠিত করবে তা জানানো হোক।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, রাজ্যে ১৮ উর্দ প্রায় ২৬.৮৬ লক্ষ যোগ্য ব্যক্তি রয়েছেন। জুলাই পর্যন্ত প্রায় ২২,২২, ২৫৪ জন ইতিমধ্যে তাদের টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬,২৬,৪০২ জন দ্বিতীয় ডোজও পেয়েছেন। তবে আদালত রাজ্যে টিকার মজুত হ্রাস পাওয়ায় এবং তাতে প্রতিদিনের টিকাকরণে ব্যাঘাত ঘটায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

কবর দেয়া মহিলার মৃতদেহ মিলিল সমাধিস্থল থেকে দূরে, বিলোনীয়ায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ জুলাই।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া শহরের নেতাজি পল্লী এলাকায় এক মহিলার মৃতদেহ সমাধিস্থল থেকে অন্যত্র ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ভানু শীল। বয়স ৬৫ বছর। বাড়ি বিলোনিয়া শহরের নেতাজি পল্লী এলাকায়। উনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। গতকাল তিনি বার্ধক্যজনিত রোগে মারা যান বাড়িতেই। যেহেতু তিনি বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন সেহেতু উনাকে বিলোনিয়া বরজ কলোনি এলাকায় সমাধিস্ত করা হয়।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো আজ সকালে গিয়ে দেখা যায় কবরের মাটি সরানো। তা দেখে সন্দেহ হয় স্থানীয় মানুষজনের। যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছিল সেখানে মৃতদেহটি নেই। মৃতদেহটি অন্তত ৩০/ ৪০ ফুট দূরে ওয়ালের পাশের জঙ্গলে পড়ে আছে অর্ধনগ্ন অবস্থায়। এতে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়। প্রথমে সন্দেহ করা হচ্ছিল হয়তো শিয়াল বা কুকুরে মৃতদেহটি তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু মৃতদেহ কোন ধরনের দাগ নেই, চিহ্ন নেই। এলাকার জনগণের বক্তব্য কোনো দুষ্ট চক্র এই ঘটনাটি সংঘটিত করেছে। কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত বা নেশাখোররা এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় সড়কে উল্টে গিয়েছে পাথর বোঝাই বেপরোয়া ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুলাই।। দ্রুতগতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাঝপথে উল্টে যায় পাথর বোঝাই লরি। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন রাস্তার মাথা বন্ধন ব্যাঙ্ক সংলগ্ন জাতীয় সড়ক এলাকায়। জানা যায় টিআর ০১ এএফ ১৮৩৪ নম্বরের পাথরবোঝাই লরিটি বিশালগড় থেকে আগরতলা দিকে যাওয়ার সময় রাস্তার মাথা বন্ধন ব্যাংক সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছাতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় ফিল্মি কায়দায় দ্রুতগতিতে গাড়িটি চালাতে গিয়েই ঘটে এই বিপত্তি। ভাগ্যক্রমে রাস্তা ফাঁকা থাকায় কেউ গুরুতর আহত কিংবা চোট পায়নি। যদিও অল্পবিস্তর আহত হয়েছে গাড়ির চালক।জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা কমাতে বিশালগড় ট্রাফিক দপ্তরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে জাতীয় লোক আদালত। ছবি নিজস্ব।

বাইখোড়া থানার সিলিং ভেঙ্গে পড়ে আহত এসআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জুলাই।। বাইখোড়া থানার ঘরের শিলিং ভেঙ্গে আহত হয় একজন এস আই। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শনিবার বাইখোড়া থানার আই ও এর রুমে হঠাৎকরে ভেঙ্গে পরলো শিলিং। এতে করে থানায় কর্মরত এস আই সৌরভ দাস গুরুতর আহতহয়। এই ঘটনার বিবরন সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বাইখোড়া থানার ওসি রাজীব সাহা।

তিনি জানান এই রুমে প্রতিনিয়ত ঝুকিপূর্নভাবে আরক্ষাদপ্তরের কর্মীরা কাজ করেন। আজ সৌরভ দাস কাজ করার সময় হঠাৎকরে উপর থেকে শিলিং ভেঙ্গে পরে। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে থানার কর্মরত কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আহত অবস্থায় এস আই সৌরভ দাস কে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধারকরে চিকিৎসারজন্য বাইখোড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। এখন দেখায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ওইকএন্ড কারফিউ জারি কঠোর হল পুলিশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ১০ জুলাই।। একাংশের অসচেতন মানুষ স্বভাব সুলভ আচরণ যেন বদলাতে পারছে না। ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষের অসচেতনতার কারণেই ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পিছু ছাড়ছে না। এই প্রবণতা গ্রাম পাহাড়ের তুলনায় শহর এলাকার শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সরকার ও প্রশাসন যেখানে করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য করোণা বিধি প্রণয়ন করে জনগণকে এসব বিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য পরামর্শ দিয়েছে সে ক্ষেত্রে তথাকথিত একাংশের শিক্ষিত মানুষজন সরকারি এই নিয়ম কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে অবাধে চলাফেরা করে চলছেন।

আর এরই খেসারত ভোগ করতে হচ্ছে সব অংশের মানুষজনকে। ত্রিপুরা সহ কয়েকটি রাজ্যে করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে না আসায় কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে ত্রিপুরা সফরে পাঠিয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্য সফরকালে রাজ্য সরকারকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে হলে লকডাউন জরুরী। শুধু লকডাউন ঘোষণা করলেই চলবে না জনগণকে করোণা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে বাধ্য করতে হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের নির্দেশে শেষ পর্যন্ত রাজ্য সরকার শনিবার দুপুর ১২ টা থেকে সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত আগরতলা শহর সহ ১৩ টি শহর এলাকায় উইকেন্ড কারফিউ অর্থাৎ এসব এলাকায় সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট শহর এলাকাগুলিতে আগামী ১৭ জুলাই পর্যন্ত দুপুর দুইটা থেকে পরদিন ভোর ৫ টা পর্যন্ত করোনা কারফিউ জারি করা হয়েছে। এক সপ্তাহ পর পুনরায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসলে লকডাউন কিংবা করোণা কারফিউ আরো দীর্ঘায়িত হতে পারে।এদিকে প্রশাসনের তরফ থেকে শনিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত উইকেন্ড কারফিউ অর্থাৎ টানা লকডাউন ঘোষণা করলেও একাংশের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দোকানপাট খোলা রেখে করোণা বিধি লংঘন করার চেষ্টা করেছে।

তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনরাও ভোজন রসনাতৃপ্ত করার জন্য অহেতুক করোণা বিধি অমান্য করে লকডাউন শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কাদা জল জমে পদ্ম ফুল ফুটতে বাধা সৃষ্টি হয় না সমালোচকদের জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। কর্দমাক্ত স্থানেই পদ্ম ফুল ফুটে এবং তার সুভাষ চারিদিকে ছড়িয়ে দেয়। তেমনি বিজেপির নেতৃত্বে সারা দেশে উন্নয়ন ছড়িয়ে পড়বে। আজ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নিজের সামাজিক মাধ্যমে এক আবেগপ্রবণ পোস্ট দিয়ে সমস্ত সমালোচকদের এভাবেই জবাব দিয়েছেন। সাথে তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় যতদিন থাকবে তিনিও ত্রিপুরায় ততদিন থাকবেন।

ত্রিপুরায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়কাল তিন বছর। এরই মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে বিজেপি কিছুটা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সংস্কারপন্থী তকমা নিয়ে একাংশ বিদ্রোহী বিধায়ক সরকারের সামনে নানা প্রতিকুলতা তৈরী করে চলেছেন। পরিস্থিতি এমনও হয়েছে, দরবার দিল্লি পর্যন্ত

গড়িয়েছে। কিন্তু, আখেরে বিদ্রোহীরাই কোনঠাসা হয়েছেন। বিজেপি-তে শৃঙ্খলাভঙ্গের কোন স্থান নেই, তা দিল্লির নেতৃত্ব স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফলে, এখন অনেকটাই স্বস্তিতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

সকলকে সাথে নিয়েই তিনি ত্রিপুরার উন্নয়নের ধ্বজা উড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ক্ষমতালোভী একাংশের ষড়যন্ত্রে অনেকটা ধাক্কা খেতে হয়েছে সরকারপন্থী-কে। এখন চিন্তামুক্ত হয়ে অনেকটাই ফুরফুরে মেজাজে দেখা যাচ্ছে বিপ্লব কুমার দেব-কে। তাই হয়তো আজ ছুটির দিনে নিজের সরকারি বাসভবনে লাগানো পদ্ম ফুল কতটা সুভাষিত হয়েছে তা পরখ করে নিচ্ছেন। সামাজিক মাধ্যমে সেই ভিডিও নিজেই পোস্ট দিয়েছেন। সাথে তিনি লিখেছেন, কাদা জল জমে পদ্ম ফুল ফুটতে বাধা সৃষ্টি হয় না। বরং এটি চারপাশের পরিবেশকে সুভাষিত রাখতে থাকে। সর্বত্র নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও আমাদের জাতির উন্নতি হতে থাকবে। যতক্ষণ কেন্দ্রে কমল রয়েছে, ততক্ষণ কাদা জল ভারতের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

প্রয়াস প্রকল্পে স্কুলপুড়য়া ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে ওয়ার্কবুক দেবে শিক্ষা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সমাধানকে সহজতর করার লক্ষ্যে এবং তাদের শিখনকে আরো সহজ ও সাবলীল করার জন্য রাজ্য সরকার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার নাম "প্রয়াস"। এই প্রকল্পের অধীনে যে বইগুলো তৈরি করা হবে সেগুলি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। যার সাহায্যে ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞানমূলক বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করতে পারবে এবং তাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার যে স্বাভাবিক ছন্দ রয়েছে তাকে ব্যবহার করে তারা বিভিন্ন কার্যকলাপ এর মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে।

রাজ্য সরকার এই নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষাকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছে। এই মহতি প্রয়াসকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে এসসিইআরটি এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকরা রাজ্যের বিশিষ্ট কৃতি শিক্ষকদের সহায়তা গ্রহণের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ওয়ার্কবুক তৈরীর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছে।

এক্ষেত্রে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের যে সমস্ত বিষয়ের ওয়ার্কবুক তৈরি করা হচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি, বাংলা এবং সমাজবিদ্যা। তার পাশাপাশি নবম এবং দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য গণিত, বিজ্ঞান সমাজবিদ্যা, ইংরেজি এবং বাংলা বিষয়ের ওয়ার্কবুক তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়াও, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইংরেজি,বাংলা, হিসাবশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, অর্থনীতি এবং গণিত বিষয়ের ওয়ার্কবুক তৈরি করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য এই ওয়ার্কবুকগুলি বাংলা এবং ইংরেজি দুই মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই তৈরি করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এসসিইআরটি আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে যে ওয়ার্কবুকগুলি তুলে দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে সেগুলি হল প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত (এলিমেন্টারি) ২৯টি শিরোনামে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৬১ ◘ ১১ জুলাই ২০২১ ইং ◘ ২৬ আষাঢ় ◘ রবিবার ◘ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

রাজ্যে ডেল্টা প্লাসের আতঙ্ক

করোনা পরিস্থিতি জটিল হইতে জটিলতর আকাশ ধারণ করিতেছে। করোনার ডেল্টা প্লাসের সন্ধান মিলিয়াছে রাজ্যের সবকটি জেলায়। ইহা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার বিষয়।এপ্রিল ও মে মাসের করোনার নমুনা পরীক্ষার জন্য বহিঃরাজ্যে পাঠানো হইয়াছিল। নমুনা পরীক্ষার পর ৯০ শতাংশ নমুনায় উঠিয়া আসিয়াছে ডেল্টা প্লাস। যাহা উদ্বেগের কারণ বলিয়া জানাইয়াছে স্বাস্থ্য দপ্তর। নমুনা বহিঃরাজ্যে পাঠাইবার পর করোনার তিনটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধানে মিলিয়াছে রাজ্যে। ডেল্টা প্লাস সংক্রমণ ৮০ শতাংশই পশ্চিম জেলায়। পশ্চিম জেলায় ডেল্টা প্লাস সংক্রমিত ১১৫ জন, গোমতী জেলায় ৫ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৮ জন, দক্ষিণ জেলায় ২ জন, ধলাই জেলায় ১ জন, খোয়াই জেলায় ১ জন, উত্তর জেলায় ২ জন এবং ঊনকোটি জেলায় ৪ জন। অপরদিকে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট ১০ টি এবং ৩ টি ইউ কে ভেরিয়েন্ট পাওয়া গিয়াছে। যাহা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। ডেল্টা প্লাস সংক্রমণ নিয়া যদি মানুষ সচেতন না হয় তাহা হইলে আগামী দিনে পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খাইতে হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কারণ ভ্যাকসিন ডেল্টা প্লাসের সাথে প্রতিরোধ ক্ষমতা কখনো কখনো গড়িয়ি তুলিতে পারে না। ডেল্টা প্লাস ফুসফুসের মধ্যে আক্রমণ করিবার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। ফলে মৃত্যুর ঝুঁকি বেশি থাকে। বহিঃরাজ্য থেকে যে বিশেষজ্ঞ টিম রাজ্যে আসিয়াছিল তাহারা জানাইয়াছেন সচেতনতা আরো ব্যাপকভাবে বাড়াইতে হইবে।

অথচ একাংশের অসচেতন মানুষের স্বভাব সুলভ আচরণ যেন বদলাইতেছ না। ক্ষুদ্র সংখ্যক মানুষের অসচেতনতার কারণেই ভয়ঙ্কর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ পিছু ছাড়িতেছে না। এই প্রবণতা গ্রাম পাহাড়ের তূলনায় শহর এলাকার শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থাতে মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। তথাকথিত একাংশের শিক্ষিত মানুষজন সরকারি নিয়ম কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া অবাধে চলাফেরা করিতেছেন। আর এরই খেসারত ভোগ করিতে হইতেছে সব অংশের মানুষজনকে। ত্রিপুরা সহ কয়েকটি রাজ্যে করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ পরিস্থিতি কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে না আসায় কেন্দ্রীয় সরকার পরিস্থিতি সরজমিনে খতিয়ে দেখিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলকে ত্রিপুরা সফরে পাঠাইয়াছিল। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল রাজ্য সফরকালে রাজ্য সরকারকে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ দিয়াছে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে বাঁচিতে হইলে সতর্কতা ও সচেতনতা জরুরি। শুধু লকডাউন ঘোষণা করিলেই চলিবে না, জনগণকে করোণা বিধি যথাযথভাবে মানিয়া চলিতে হইবে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে না আসিলে লকডাউন কিংবা করোণা কারফিউ আরো দীর্ঘায়িত হইতে পারে।

এদিকে প্রশাসনের তরফে শনিবার দুপুর থেকে সোমবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত উইকেন্ড কারফিউ অর্থাৎ টানা লকডাউন ঘোষণা করিলেও একাংশের ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষ অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে দোকানপাট খোলা রাখিয়া করোণা বিধি লংঘন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তথাকথিত শিক্ষিত লোকজনরাও ভোজন রসনাতৃপ্ত করিবার জন্য অহেতুক করোণা বিধি অমান্য করিয়া লকডাউন শুরু হওয়ার পরও দোকানপাটে ভিড় করিয়াছেন। আইন রক্ষার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা শেষ পর্যন্ত ওইসব নির্লজ্জ মানুষকে লাঠি নিয়ে তাড়াইতে বাধ্য হইয়াছে। এই ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত সচেতন সমাজ ব্যবস্থায় লজ্জাজনক। প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং সচেতন নাগরিকরাই এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে মুক্তি দিতে পারেন । প্রত্যেকে করোনা বিধি মানিয়া চলেইলি এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে। শুধুমাত্র প্রশাসনিক তৎপরতা ও কঠোরতার মধ্য দিয়া এই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব হইবে না।

মোদী সরকারের সফল বিদেশনীতির সুবাদেই সেভেন সিস্টার্সে বন্ধ জঙ্গি মদত, অভিমত বাংলাদেশের বিশিষ্টদের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১০ জুলাই (হি.স.): বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে বহু রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলেও স্থল সীমান্ত চুক্তির (ল্যান্ড বাউন্ডারী এগ্রিমেন্ট) মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনও চুক্তি হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে ভারত-বাংলাদেশ স্থল সীমান্ত চুক্তি বিশ্বের কাছে একটি অনন্য উদাহরণ। এছাড়াও ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সমুদ্র সীমা নির্ধারণ হয়েছে। রেল, সড়ক ও নৌ যোগাযোগ-সহ দু'দেশের সম্পর্কের নতুন মাত্র যোগ হয়েছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, মোদী সরকারের সফল বিদেশ নীতির সুবাদেই ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গি মদত বন্ধ হয়েছে ও বাংলাদেশে আশ্রিত ভারতীয় জঙ্গি সংগঠনের নেতাদের ভারতে হস্তান্তর করা হয়েছে। জঙ্গিদের ব্যাপারে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ সরকার।

যাবতীয় বিষয়ে বাংলাদেশ সঙ্গে ভারতের এই সুসম্পর্ককে মোদী সরকারের সফল বিদেশনীতির বিজয় হিসেবেই দেখছেন বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিরা। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে চলমান সম্পর্কের সফলতা ও ব্যর্থতার বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ-সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবিদের সঙ্গে কথা বলেছেন বহুভাষী সংবাদ সংস্থা "হিন্দুস্থান সমাচার"-এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি কিশোর সরকার।

সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবিদের মতামত

বর্তমানে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে : ইকবাল সোবহান চৌধুরী

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাক্তন মিডিয়া উপদেষ্টা বাংলাদেশের দ্য ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, 'ভারতে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাসের একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতেই দু'দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন লোকসভায় তা পাস না হওয়ায় এটা সাংবিধানিক রূপ পায়নি। নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগত উদ্যোগে নেওয়ায় লোকসভায় তা পাস করা সম্ভব হয়েছে। সব দল এই বিলকে সমর্থন করেছেন। সমুদ্র সীমাও নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। যোগাযোগ ক্ষেত্রেও রেল, সড়ক ও নৌ ক্ষেত্রে একাধিক রুট চালুর প্রক্রিয়া রয়েছে। দু'দেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ-সব ক্ষেত্রে বড় সাফল্য এসেছে। যার সুফল হিসেবে সবচেয়ে ভারতের সেভেসিস্টার্সের নাগরিকরা দীর্ঘমেয়াদী উপকৃত হবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'সর্বশেষ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২০ লক্ষ টিকা দিয়েছেন। চলতি মাসে ২৯০ মেট্রিকটন জীবনদায়ী অক্সিজেন দিয়েছেন। এটাও মোদীর আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ। তবে চুক্তি হওয়া বাকি টিকা দ্রুত বাংলাদেশকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।' ইকবাল সোবহান বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই করোনাকালীন মহামারির মধ্যে বাংলাদেশে আসাও নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত প্রয়াসের অংশ বলে সচেতন মানুষ মনে করেন। বিজেপি সরকার ১৫ আগস্ট তাদের স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার কুচকাওয়াজে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর একটি দল অংশ গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছে। ভারতের ইতিহাসে বাইরের কোনও দেশের সেনাবাহিনী তাঁদের রাষ্ট্রীয় কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ এটাই প্রথম। এটি একটি বিরল ঘটনা। মোদী সরকার এর মাধ্যমে দু'দেশের কুটনৈতিক সম্পর্কে নতুন মাত্র দিয়েছেন। একই ভাবে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আশার পর থেকেই বাংলাদেশে ভারতের জঙ্গিদের যে ক্যাম্প ছিল তার মূল উৎপাটন করছেন। বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করে সেভেন সিস্টার্সে জঙ্গিবাদ পরিচালনা বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর করেছেন। এমনকি বাংলাদেশের ৫০ তম স্বাধীনতা দিবস পালনকালে মোদীর বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটিয়েছে তাদের কঠোর ভাবে দমন করেছেন।

> ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাক্তন মিডিয়া উপদেষ্টা বাংলাদেশের দ্য ডেইলি অবজারভার পত্রিকার সম্পাদক ইকবাল সোবহান চৌধুরী বলেন, 'ভারতে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পারস্পরিক বিশ্বাসের একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতেই দু'দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্ট ১৯৭৪ সালে মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন লোকসভায় তা পাস না হওয়ায় এটা সাংবিধানিক রূপ পায়নি।

সেভেন সিস্টার্সের যোগাযোগ সহজ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহারে সুযোগ দেওয়াটা মোদীর বড় কুটনৈতিক সাফল্য : ড় আতিউর রহমান

যোগাযোগ ক্ষেত্রে দু'দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তণ, ভারত-বাংলাদেশ দুই দেশের প্রধানের ভুমিকাকে কেমন ভাবে দেখছেন, এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি, অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর প্রফেসর ড় আতিউর রহমান বলেন, ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে সেভেন সিস্টার্সের যোগাযোগ সহজ করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে করিডোর হিসেবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়াটা মোদী সরকারের একটি বড় কুটনৈতিক সাফল্য। তবে এক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অবদানের কথা স্বীকার করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা কতটা, তা ত্রিপুরার সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের জন্য যোগাযোগ সহজ করার লক্ষ্যে ফেনী নদীর উপরে ব্রিজ উদ্বোধন করার সময় প্রকাশ করেছেন।

আতিউর রহমান বলেন, ইতিমধ্যে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে বাংলাদেশের সিমেন্ট-সহ কৃষিপণ্যের রফতানি বহুলাংশে বেড়েছে। বাংলাদেশের নাগরিকদের ভিসার ক্ষেত্রে মেদী সরকার অনেক সুযোগ সুবিধা বাড়িয়েছে। এছাড়া ভুটান ও নেপালের ট্রেড ফেসিলেশনের মধ্যে আনার চেষ্টা চলছে। এ জন্য ২০১৫ সালে বাংলাদেশ-ভুটান-ইন্ডিয়া-নেপাল (বিবিআইএন) মোটরভেহিক্যাল এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে। শেখ হাসিনা ও নরেন্দ্র মোদীর সময় সীমান্তে বর্ডার হাট করা হয়েছে। এতে দুই দেশের সীমান্তের মানুষের মধ্যে আরো আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের রফতানিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ আরো বাড়াতে বাংলাদেশের বন্দরগুলো ব্যবহারের জন্য আধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

যুদ্ধ ছাড়াও সীমান্ত চুক্তি সম্ভব বাংলাদেশ-ভারত ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমন্ট তারই উদাহরণ : লায়েকুজ্জামান

ল্যান্ড বাউন্ডারি এ্যাগ্রিমেন্ট নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে দৈনিক কালের ন্টের বিশেষ প্রতিনিধি লায়েকুজ্জামান বলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে যুদ্ধ ছাড়া সীমান্ত চুক্তি সম্ভব তা ভারত-বাংলাদেশ ল্যান্ড বাউন্ডারি এগ্রিমেন্টের মধ্য দিয়েই মনে হয় প্রথম প্রমানিত হয়েছে। তবে প্রচারণার অভাবে ভারতের অবদানের বিষয়, বাংলাদেশের নাগরিকরা জানতে পারে না বললেই চলে। ভারতের অবদানের বিষয়টা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সঠিক ভাবে তুলে ধরার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগও নেওয়া হয় না। আর ১৯৪৭ সালের পর থেকে এই দেশের মানুষকে ভারত বিদ্বেষী করার চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ স্বাধীনের পরে জাসদ এবং পরবর্তীতে বিএনপি-জামাত তা আরও উস্কে দিয়ে ভারত বিরোধীতার রাজনীতি করছে।

নেতিবাচক প্রচার সব দেশের গণমাধ্যমের চরিত্র : সাজ্জাম আলম খান তপু

গণমাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশের ভালো দিকগুলি তুলে না ধরে নেতিবাচক বিষয় তুলে ধরার বিষয় জানতে চাইলে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক যমুনা টিভির বিজনেস এডিটর সাজ্জাম আলম খান তপু বলেন, নেতিবাচক প্রচার সব দেশের গণমাধ্যমের চরিত্র। আমরা চেষ্টা করছি যাতে দু'দেশের সম্পর্কের বিষয় নিয়ে সঠিক তথ্য গণমাধ্যমে আসে। তবে টিকা নিয়েও যারা অপপ্রচার করেছে তারা অনেকেই আবার ভরতের দেওয়া টিকা নিয়েছেন। এখন আবার না পাওয়ায় আফসোস করছেন।

স্থিতিশীল রয়েছেন কল্যাণ সিং, ঠিকভাবেই কথা বলতে পারছেন

লখনউ, ১০ জুলাই (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিং, ঠিকভাবেই কথা বলতে পারছেন তিনি। এখনও আইসিইউ-তেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন কল্যাণ সিং। শনিবার সঞ্জয় গান্ধী পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'কল্যাণ সিংয়ের শরীরের সমস্ত মাপকাঠি স্থিতিশীল রয়েছে। তিনি কথা বলতে পারছেন।'

হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, কার্ডিওলজি, নিউরোলজি ও নেফ্রোলজি ফ্যাকাল্টির সিনিয়র চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। প্রতিদিনই কল্যাণ সিংয়ের শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন ডিরেক্টর অধ্যাপক আর কে ধিমান। ৮৯ বছর বয়সী রাজস্থানের প্রাক্তন রাজ্যপাল কল্যাণ সিং গত ৪ জুলাই সন্ধ্যা থেকে আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাবুল সুপ্রিয়র পরোক্ষে তোপ দিলীপ ঘোষকে

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : মন্ত্রিত্ব ছাড়ার দিন থেকেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বাবুল সুপ্রিয়। সামাজিক মাধ্যমে তাঁর একের পর এক পোস্ট নিয়ে চলছে তুমুল চর্চা। আর এই আবহেই এবার সরাসরি বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে নিয়ে পোস্ট আসানসোলের বিজেপি সাংসদের। সামান্য শ্লেষ মিশ্রিত ওই পোস্ট নিয়ে চলছে জোর আলোচনা। বঙ্গ বিজেপির মধ্যে ফাটল কি ক্রমশ প্রকট হচ্ছে, ক্রমশ জোরাল হচ্ছে সেই প্রশ্ন। শুক্রবার রাতে বাবুলবাবু ফেসবুক পোস্ট দিলীপবাবুকে তির বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এর আগে মন্ত্রিত্ব ছাড়ার দিন ফেসবুক পোস্ট করেন বাবুল সুপ্রিয়। 'আমাকে ইস্তফা দিতে বলা হয়েছিল' বলে উল্লেখ করেন বিজেপি সাংসদ। পরে আবার তা শুধরে নেন বাবুল। ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে একথা এভাবে ব্যবহার করা ঠিক হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি। বাবুলবাবুর মন্ত্রিত্ব না পাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'বাবুল হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে' বলেই দাবি করেন তিনি।

তার পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবারই মুখ খোলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি দাবি করেন, "বাবুল সক্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু মন্ত্রী থাকাকালীন তো মুখ্যমন্ত্রী কম গালমন্দ করেননি। এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন বাবুল।" বিজেপি রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুক্রবার রাতে সটান ফেসবুক পোস্ট করে বসেন আসানসোলের বিজেপি সাংসদ। বাবুলবাবুর দাবি, "রাজ্য সভাপতি হিসেবে 'মনের আনন্দে' দিলীপদা অনেক কিছুই বলেন। আবারও বললেন, আমি শুনলাম। কিন্তু এই উক্তিটি কেন করলেন সেটা যদি এবারকার জন্য আমি 'স্বজ্ঞানে' বুঝেও না বুঝি তো ক্ষতি কি? এটাই আমার প্রতিক্রিয়া! আমার "হাঁফ ছেড়ে বাঁচাতে" দিলীপদা আনন্দ পেয়েছেন এতেই আমি আনন্দিত! উনি রাজ্য সভাপতি — সবার শ্রদ্ধার পাত্র! আমিও আন্তরিক শ্রদ্ধা জানালাম প্রিয় দিলীপদাকে!!"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দু'জোড়া স্পেশাল ট্রেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি স)। করোনা সংক্রমণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসতেই কিষানগঞ্জ-আজমের ও কাটিহার-অমৃতসরের মধ্যে দু'জোড়া স্পেশাল ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত নিল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শুভানন চন্দ জানান, আগামী ২৩ জুলাই থেকে কিষানগঞ্জ-আজমের স্পেশাল এক্সপ্রেস সপ্তাহের শুক্রবার, রবিবার, মঙ্গলবার চলাচল করবে। আবার আজমের থেকে কিষানগঞ্জ চলাচল করবে সোমবার, মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার। কাটিহার-অমৃতসর স্পেশাল এক্সপ্রেস আগামী ২৬ জুলাই থেকে চালু হবে। একইসঙ্গে অমৃতসর থেকে কাটিহার আসার স্পেশাল এক্সপ্রেসটি চলবে ২ জুলাই থেকে। একইসঙ্গে সাময়িক ভিত্তিতে শুক্রবার থেকেই আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা ডেমু প্যাসেঞ্জারের পরিষেবাও চালু হয়।

জরুরি অবস্থার ৭৬ তম বর্ষপূর্তি

শোভনলাল চক্রবর্তী

১৯৭৫ সালে ২৫ জুন মধ্যরাতের কয়েক মিনিট আগে ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ সংবিধানের ৩৫২ নম্বর ধারায় সারা ভারত জুড়ে ইমাজের্ন্সির ঘোষণা করেন। এই ধারা প্রয়োগের মূল কারিগর ছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার জানান যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ (১৯৭১), খরা (১৯৭২) এবং বিশ্বজুড়ে গড়ে ওঠা তেলের সংকটের (১৯৭৩) কারণে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়নি, ফলে ভারতের অর্থনীতি মন্দার মুখে। এই অবস্থায় দেশ জুড়ে চলতে থাকা বিরোধীদের প্রতিবাদ, স্ট্রাইক, হরতাল সরকারের কাজকে আরও বিলম্বিত করছে। দেশের ভিতরে থাকা এই অস্থিরতার কারণে শত্রুপক্ষ যেকোন সময়ে আক্রমণ করে বসতে পারে। ইন্দিরা গান্ধীর অনুচরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়। পেশায় তিনি ছিলে দুঁদে আইনজীবি। তিনি এবং ইন্দিরা পুত্র সঞ্জয় গান্ধী মিলে এই মর্মে একটি চিঠির বয়ান তৈরি করেন, যেখানে তাঁরা পূর্বে উল্লেখিত কারণগুলি দর্শিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানান যে এমতাবস্থায় একটি অভ্যন্তরীণ ইমারজেন্সি ব্যতীত ভারত এক চরম বিপদের মুখে পড়তে পারে। সিদ্ধার্থশংকর আইন বাঁচিয়ে এমন একটি বয়ানে তৈরি করেন, যা ছিল ধরি মাছ না ছুঁই পানি গোত্রের, ফলে রাষ্ট্রপতি তাতে অসম্মত হতে পারেননি। আজ আমরা সবাই জানি যে এসবই ছিল সরকারের বিরোধীদের দমন করার অজুহাত। ইন্দিরা গান্ধীই ভারতের প্রথম স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী, যিনি দেখিয়েছেন যে কিভাবে সংবিধান দিয়েই সংবিধানের টুঁটি চেপে ধরা যায়। ইমার্জেন্সি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা হয়ে এঠেন সর্বেসর্বা, পার্লামেন্ট পরিণত হয় তাঁর হাতের পুতুলে। সেখানে থেকে নেওয়া হতে থাকে একের পর অসাংবিধানিক সিদ্ধান্ত। ইনিজরা সমস্ত নির্বাচন বাতিল বলে ঘোষণা করেন, কেড়ে নেন নাগরিক সমাজের সমস্ত স্বাধীনতা, সমস্ত বিরোধী নেতাদের গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হয়, সংবাদপত্রের ওপর নেমে আসে সেন্সরশিপ, চলতে থাকে ব্যাপকহারে মানবাধিকার হরণের ঘটনা ইন্দিরা পুত্র সঞ্জয় গান্ধী হয়ে ওঠেন মূর্তিমান দানব। তিনি হিটলারের কায়দায় বস্তিতে বস্তিতে মহিলাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চালাতে থাকেন গন বন্ধ্যাত্বকরণ কর্মসূচি, পুরুষদের জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্বিজকরণ করা হয়। শুরু হয় দিল্লির আশপাশ থেকে বস্তি উচ্ছেদের কাজ। ভারতের স্বাধীনতা উত্তর ইতিহাসে ইমাজেন্সি এক কলঙ্কি অধ্যায়, যার অবেশেষে অবসান ঘটে ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ তারিখ। এরপর, নির্বাচনে স্বাভাবিকভাবেই পরাজিত হন ইন্দিরা গান্ধী। মানুষ বিপুল রায়ের মাধ্যমে জানিয়ে দেন যে ইমার্জেন্সি তাঁদের কতটা অপছন্দের ছিল। পরবর্তীকালে, ইন্দিরা জনসমক্ষে স্বীকার করেন যে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ইমার্জেন্সি। নাগরিক সমাজের সকল অধিকার হরণ করে নেওয়া সেই কুখ্যাত ইমার্জেন্সির ৭৬ তম বর্ষপূর্তিতে একটি টুইট করেছেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই টুইটে তিনি লিখেছেন, ইমার্জেন্সির কালো দিনগুলির কথা কোনও দিনই ভোলা সম্ভব নয়। ঠিক কথা। কিন্তু এ কথাও কি ঠিক নয় যে মোদিজি এবং তাঁর সরকার আমাদের প্রতিদিন ইমাজেন্সির কথা নতুন করে স্মরণ করতে সাহায্য করছেন তাঁদের কাজের মাধ্যমে? প্রধানমন্ত্রী ওই টুইটে আরও লিখেছেন, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে আমরা দেখেছি কিভাবে এক একটি প্রতিষ্ঠানের ওফর আঘাত নেমে এসেছে। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে ভারতের গণতান্ত্রিক উদ্দীপনার রক্ষা করার জন্য এবং ভারতের সংবিধানের আবশ্যকতা রক্ষা করার জন্য আমরা সব কিছু করব। মোদিজির এই টুইটের প্রেক্ষিতে মনে পড়ছে, একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে। আমরা সব কিছু করব

> ৭৬ তম বর্ষপূর্তিতে একটি টুইট করেছেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ওই টুইটে তিনি লিখেছেন, ইমার্জেন্সির কালো দিনগুলির কথা কোনও দিনই ভোলা সম্ভব নয়। ঠিক কথা। কিন্তু এ কথাও কি ঠিক নয় যে মোদিজি এবং তাঁর সরকার আমাদের প্রতিদিন ইমাজেন্সির কথা নতুন করে স্মরণ করতে সাহায্য করছেন তাঁদের কাজের মাধ্যমে?

বলতে মোদিজি স্মরনাতীত অতীতে ঠিক কি কি করেছেন, একবার দেখা যাক। তিনি এবং তাঁর সরকার ধরে ধরে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিরাপেক্ষতা ধ্বংস করেছেন। বিচারলয়ের নিরপেক্ষতা তলানিতে এসে ঠেকে যখন আজ থেকে আড়াই বছর আগে, সুপ্রিম কোর্টের চারজন শীর্ষ বিচারপতি সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান যে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সংবেদনশীল মামলাগুলিকে তাঁর পছন্দের বেঞ্চকে প্রদান করেছেন, যা গুরুতর বেনিয়য়। তাঁরা সেদিন যা বলেছিলেন, তা পরবর্তী সময়ে রাম মন্দির যা বলেছিলেন, তা পরবর্তী সময়ে রাম মন্দির রায়ে প্রমাণিত হয়। রাম মন্দির রায় ঘোষণার পর সেই বিচারপতিকে পুরষ্কার স্বরূপ শাসক দলের এমপি করে রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। এতে বিচারালয়ের নিরপেক্ষতার যে অন্তর্জলি যাত্রা ঘটে তা বলাই বাহুল্য। আজ থেকে দেড় বছর আগে দিল্লির বুকে কিছু গরিব মুসলমান মহিলা জোটবাঁধেন এবং তাঁরা সোচ্চার হন নয়া নাগরিক বিলের বিরুদ্ধে। বিলটিকে সংবিধান বিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁরা বলেন, যে এই বিল মানুষকে জাতি ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত করছে যা মেনে নেওয়া অসম্ভব। তাঁদের সেই প্রতিবাদে কান দেননি সরকার, উল্টে তাঁদের কপালে জোট দেশদ্রোহীর তকমা। এতটাই সরকারের দরদ নাগরিক সমাজের প্রতি। বিভিন্ন সাজানো মামলায় সমাজ কর্মীদের গ্রেপ্তার করা, বর্তমান সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। বহু বয়স্ক, হেঁটে চলে ফিরে বেড়াতে অক্ষম সমাজ কর্মীদের জেলবন্দী করে তাঁদের সমস্ত নাগরিক ও সাংবিধানিক অধিকার হরণ করে এক অদ্ভুত আনন্দ উপভোগ করেন বর্তমান সরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের উপর লাঠি চালাতে, তাঁদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনে, বিরোধীদের মুখ থেকে টু শব্দ বেরোলে তার গলা টিপে ধরায় যে সরকার সিদ্ধহস্ত, তাঁরাই পারবেন বটে গণতান্ত্রিক উদ্দীপনাকে রক্ষা করতে। আজ প্রায় একবছরের কাছাকাছি (৩২০দিন), কৃষকরা বসে রয়েছেন দিল্লির উপকণ্ঠে, এতে বড় কৃষি বিক্ষোভ বারত আগে কখনো দেখেনি, কিন্তু সেই কৃষকদের প্রতি সরকারের ভূমিকা লৌহ প্রশাসকের। কৃষকদের দাবি খুব স্পষ্ট, তিনটি কৃষি বিল প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এই বিলে ভারতীয় কৃষকদের এককথায় বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে কর্পোরেট পুঁজির হাতে। এই বিলগুলি যে ভাবে সংসদে প্রায় পেছনের দরজা দিয়ে পাস করা হয় তা আমাদের সকলের জানা। সংবিধানের সাংবিধানিকতা রক্ষা করাও নাগরিক সমাজের কথা কানে তোলার অভ্যাস যাঁদের নেই, তাঁদের কি ইমাজেন্সি নিয়ে টুইট করা সাজে? পরিবেশকর্মী দিশা রবিকে যখন টুলকিট কাণ্ডে আবার সেই দেশদ্রোহীতার কারণে গ্রেপ্তার করে তিহার জেলে নিক্ষেপ করা হয়, তখন দিশার জামিন দিতে গিয়ে বিচারপতি বলেছিলেন, দিশার কর্মকান্ডের সঙ্গে ২৬ জানুয়ারি (২০২১) তারিখে দিল্লি জুড়ে যে বিক্ষোভ হয়েছে তার সামান্যতম সংযোগ পুলিশ আমাকে দর্শাতে পারেনি। এই গ্রেপ্তার সম্পূর্ণ অবৈধ। পুলিশ আসলে এই সব গ্রেপ্তারি করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের হুকুমে, সেখানে বসে আছেন গণতন্ত্র ও সংবিধানের একনিষ্ঠ পুজারী অমিত শাহ, থুড়ি, শাহেনশাহ। আজ থেকে নয় মাস আগে বিচারপতি মদন লকুর সাবধান করে বলেছিলেন কিভাবে সরকার বিভিন্ন আছিলায় সোশ্যাল মিডিয়ায় পায়ে বেড়ি পরিয়ে আসলে চাইছেন গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে। তাঁর সেই কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলতে চলেছে। সেই কণ্ঠরোধের প্রচেষ্টার এক জ্বলন্ত উদাহরণ সাংবাদিক সিদ্দিকী কাপ্পান। যাঁকে গত অক্টোবরে আটক করা হয় যখন তিনি দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশে একটি দলিত মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করার একটি খবর কভার করতে যাচ্ছিলেন। যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ ওই সাংবাদিককে মথুরা জেলে খাটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়। তাঁর পরিবার অনেক কষ্টে করোনায় অক্রান্ত, মল -মূত্রের মধ্যে পড়ে থাকা ওই সাংবাদিককে দিল্লির এআইআইএমস এ স্থানান্তরিত করার আদেশ পান আদালত থেকে। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহেকোটি কাপ্পানের বিরুদ্ধে আনা শান্তিভঙ্গের অপরাধ সম্পূর্ণ অমূলক বলে ঘোষণা করে। মাত্র দু'দিন আগে নাগরিক বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অজুহাতে যে তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে আটক করে তিহার জেলে রেখে দেওয়া হয়েছিল, তাদের জামিনের বিরুদ্ধে চলতে থাকা মামলায় বিচারপতি দিল্লি পুলিশকে জানান যে, ওই তিনজনের জামিনের বিরুদ্ধে আপিল করে, দিল্লি পুলিশ এবং তাঁরা যে উচ্চতর কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করছেন উভয়ই নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ বিচারের সমস্ত সীমারেখা লঙ্ঘন করেছেন, যা অত্যন্ত লজ্জার ও চিন্তা উদ্রেককারী। কোনও সন্দেহ নেই কেন সুইডেনের ভি-ডেম ইনস্টিটিউট তাঁদের সীমাক্ষায় জানিয়েছেন যে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত আজ এক নির্বাচনী স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। ভারতবাসী হিসেবে আমরা আজও এক অঘোষিত ইমার্জেন্সির মধ্যে রয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর টুইট আদতে সেই কথাই স্মরণ করালো।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আরএসএসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে গাফিলতি থাকলে কারও ছাড় নেই : বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মনির হোসেন,ঢাকা, ১০ জুলাই।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে অর্ধশতাধিক শ্রমিক নিহত হওয়ার ঘটনায় সজীব গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবুল হাসেম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) সজীবসহ ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।পরে বিকেলে তাদের নারায়ণগঞ্জ আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন করা হলে বিজ্ঞ আদালত তাদের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।শনিবার (১০ জুলাই) হাসেম ফুড অ্যান্ড বেভারেজের ওই কারখানা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল। তিনি বলেন, কারখানার আগুনের ঘটনায় মামলা হয়েছে। তদন্ত করে দোষীদের বিচার হবে। ইতোমধ্যে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গাফিলতি বিন্দুমাত্র থাকলে কারও ছাড় নেই। তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও মর্মান্তিক। যারা মারা গেছেন তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং আশা করছি যারা অসুস্থ তারা ফিরে আসবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তিনটি তদন্ত কমিটি হয়েছে। তদন্তের পরই বলা যাবে কার দোষ কতটুকু। কিন্তু তদন্তে কারো নির্মাণ ত্রুটি, শ্রমিক পরিচালনায় ত্রুটি বা কেউ যদি সামান্য ভুলও করে থাকেন তবে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না।এ সময় শিশুশ্রম নিয়ে প্রশ্ন করলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, তদন্তে সেটি বেরিয়ে আসলে অবশ্যই বিচার হবে। শ্রমিকরা ছাদে তালাবদ্ধ ছিল এমন অভিযোগ সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন, তদন্তে সামান্যতম ত্রুটি বা গাফিলতি যদি পাওয়া যায় তবে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অপরদিকে, কারখানার মালিক বর্তমানে কোথায় রয়েছেন এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা ইতোমধ্যে আটজনকে গ্রেফতার করেছি। সবাই নজরদারিতে রয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার (০৮ জুলাই) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার কর্ণগোপ এলাকায় অবস্থিত সজীব গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হাসেম ফুড লিমিটেডের কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে ডেমরা, কাঞ্চনসহ ফায়ার সার্ভিসের ১৮টি ইউনিট আগুন নেভাতে কাজ করে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ২৯ ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। তবে এ সময়ের মধ্যে ঝরে গেছে ৫২টি প্রাণ। আহত হয়েছেন অন্তত ৫০ জন।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ৯৯৭, মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি.স.): কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না করোনা। গত ৫ জুলাই রাজ্যে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৮৮৫। তার পর থেকে ধীরে ধীরে শনিবার দৈনিক সংক্রমণ পৌঁছেছে ৯৯৭-এ। গত ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। তবে আশার আলো জাগিয়ে একদিনে বাংলায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১,৩৩৬ জন।

শনিবার সন্ধেয় স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, একদিনে রাজ্য করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৯৯৭ জন। জেলাভিত্তিক সংক্রমণের হিসাবে শীর্ষে রয়েছে সেই উত্তর ২৪ পরগনা। তার পরেই কলকাতা, সেখানে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ৮৬। এর পর পূর্ব মেদিনীপুরে ৮৩, দার্জিলিঙে ৭৭, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭১, হুগলিতে ৬৪, কোচবিহারে ৬৩, নদিয়ায় ৫৮ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সংক্রমণ দুই অঙ্কের নীচে নেমে এসেছে রাজ্যের ৪ জেলায়। গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তর দিনাজপুরে ৬, মুর্শিদাবাদে ৯, বীরভূমে ৮ ও পুরুলিয়ায় ৪ জন আক্রান্ত হয়েছেন। প্রায় সব জেলায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমলেও বেড়েছে মালদহ, বাঁকুড়া ও কালিম্পঙে। সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ১১ হাজার ২০৫।

এদিকে গত একদিনে রাজ্যে ১৭ জন করোনা আক্রান্তের মৃত্যু হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। এই জেলায় গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩ জন কলকাতা, ২ জন হুগলি, ২ জন জলপাইগুড়ি ও একজন দার্জিলিংয়ের বাসিন্দা। স্বাস্থ্যদফতরের তথ্য অনুযায়ী, করোনায় মৃত্যু বেড়ে হল ১৭ হাজার ৯০৩ জনের।

এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ১৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৯৯৮ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। গত ২৪ গণ্টায় রাজ্যে কোভিডজয়ী হয়েছেন ১ হাজার ৩৩৬ জন। ফলে রাজ্যে সুস্থতার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৭.৮০ শতাংশ।

রাজ্যে কমেছে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যাও। আপাতত ১৫ হাজার ৩০৪ জন সক্রিয় করোনা রোগী রয়েছেন রাজ্যে।

রাজ্যে টিকাকরণের হার গত কয়েক দিনের মতই রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে টিকা নিয়েছেন ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৬২৮ জন। রাজ্যে মোট টিকাপ্রাপ্তের সংখ্যা ২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬০১। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

দিল্লি যাচ্ছেন দিলীপ ঘোষ, রাজ্যে সাংগঠনিক রদবদল নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : শনিবার রাতেই দিল্লি উড়ে যাচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপি সূত্রে খবর, রবিবার দলের রাজ্য সভাপতির সঙ্গে জরুরি বৈঠকে বসতে চলেছেন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা। বৈঠকে আর কেউ থাকবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। মনে করা হচ্ছে রাজ্য বিজেপি-তে সাংগঠনিক রদবদল নিয়েই আলোচনা হবে।

সম্প্রতি বাবুল সুপ্রিয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার পরে নানা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। দিলীপবাবুর কিছু মন্তব্য নিয়ে বাবুল যে অসন্তুষ্ট তা সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন আসানসোলের সাংসদ। একই ভাবে সৌমিত্র খাঁকে নিয়েও অস্বস্তিতে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে দিলীপবাবুকে কেন ডাকা হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা কৌতুহল এবং জল্পনা।

তবে দিলীপবাবু জানিয়েছেন, "বিধানসভা ভোটের পরে একবার সকলে মিলে গিয়েছিলাম। তখন রাজ্যের বিষয়ে কথা হয়েছে। তবুও নড্ডাজি আমার সঙ্গে একবার আলাদা করে বসতে চেয়েছিলেন। সেই সময়টাই চূড়ান্ত হয়েছে। আজই ডাকা হয়েছে। রাতেই চলে যাব। কাল সকালে বৈঠক।"

শনিবার প্রথমে ঝাড়গ্রাম ও পরে দক্ষিণ কলকাতা জেলা বিজেপি-র প্রস্তাবিত বৈঠক মিটিয়ে রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ তিনি দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন। সাধারণত দিল্লিতে সাংগঠনিক বিষয়ে বৈঠকের জন্য রাজ্য সভাপতির পাশাপাশি রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন)-কেও ডাকা হয় বৈঠকে। কিন্তু এ বার অমিতাভ চক্রবর্তীকে যেতে বলা হয়নি। একা দিলীপবাবুকে কেন ডাকা হল তা নিয়ে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।

দিলীপবাবুর দাবি, "এটা নতুন কিছুই নয়। সর্বভারতীয় সভাপতি আর রাজ্য সভাপতি বৈঠক করবেন এটা তো স্বাভাবিক বিষয়। নিয়মিত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছে। ভার্চুয়াল বৈঠকও হচ্ছে। কোনও বিষয়ে সামনাসামনি কথা বলা দরকার মনে করেই আমায় ডাকা হয়েছে। কখন বৈঠক হবে বা আর কারা থাকবেন সেটা আমার জানা নেই। আর এমন একটা বৈঠক যে হবে তা আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল।"

সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দিলীপবাবুর চাপা সঙ্ঘাত প্রকাশ্যে এসেছে। শুরুটা হয়েছিল শুভেন্দুবাবুর দিল্লি সফর নিয়েই। বিধানসভা নির্বাচনের ফল বেরনোর পর, দু'বার দিল্লি গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে এসেছেন শুভেন্দুবাবু। প্রথমবার এনিয়ে দিলীপবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তাঁর উত্তর ছিল, "আমাকে বলে যায়নি।" সে বার নড্ডা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন শুভেন্দুবাবু। পরের বার অমিত শাহর সঙ্গে বৈঠক হয়। এই দুই বৈঠক নিয়েই দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপবাবু অন্ধকারে ছিলেন। দিলীপবাবুকে দিল্লিতে ডাক এই অসন্তোষ ঢাকা দেওয়ার উদ্যোগও হতে পারে। দলের মধ্যেকার নানা ধরনের অসন্তোষ বা বেসুরো কথাবার্তা নিয়েও কথা হতে পারে তাঁর সঙ্গে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নিশীথ প্রামাণিক ভারতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের পৈতৃক বাড়িতে আনন্দের বন্যা

মনির হোসেন,ঢাকা, ১০ জুলাই।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নিশীথ প্রামাণিক। তার প্রতিমন্ত্রী হওয়ার খবরে আনন্দের বন্যা বইছে তার পৈতৃক বাড়ি গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী উপজেলার ভেলাকোপা গ্রামের বাড়িতে। নিশীথের এমন অর্জনে চাচা-জ্যাঠাসহ পরিবারের সবার মুখে বইছে হাসির ঝিলিক। একে-অপরকে মিষ্টি খাইয়ে করছেন আনন্দ-উল্লাসও। তাকে প্রতিমন্ত্রী করার ঘোষণা গণমাধ্যমে প্রচার পাওয়ার পর থেকেই বিষয়টি আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে জেলাজুড়ে।

এদিকে, পরিবার ছাড়াও আনন্দিত তার সম্প্রদায়ের মানুষসহ এলাকাবাসী। সাংসদ থেকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হওয়ায় নিশীথ প্রামাণিকসহ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন সুধিমহলসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

এর আগে মহামারিতে বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যব্যবস্থার সমালোচনা ঠেকাতে মন্ত্রিসভায় রদবদল এনেছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে দেশটির স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ গুরুত্বপূর্ণ অন্তত ১২ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীরা পদত্যাগ করেছেন। এ ছাড়া নতুন করে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেয়েছেন কমপক্ষে তিন ডজন। গত ৭ জুলাই সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে নতুন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। সেখানে নবগঠিত মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন নিশীথ প্রামাণিক।

শনিবার (১০ জুলাই) দুপুরে নিশীথ প্রামাণিকের পৈতৃক গ্রামের বাড়ি ভেলাকোপায় বাড়িতে তার চাচা, জ্যাঠা ও চাচাতো ভাইসহ পরিবারের লোকজন জানান, সর্বশেষ ২০১৮ সালে ঢাকায় আসেন নিশীথ প্রামাণিক। তখন গ্রামের বাড়ি ভেলাকোপায় বেড়াতে এসেছিলেন। ভারতে অবস্থান করলেও নিশীথ আমাদের পরিবারের সন্তান। তার প্রতিমন্ত্রী হওয়ার অর্জনে পরিবার ছাড়াও গ্রামের মানুষের মধ্যে আনন্দ বিরাজ করছে।

নিশীথের জ্যাঠা শ্রী দক্ষিণা রঞ্জণ প্রামাণিক বলেন, তার ভাই বিধুভূষণ প্রামাণিক দেশভাগের আগে ভারতের কোচবিহারে পাড়ি জমান। এরপর সেখানে বিয়ে করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তিনি। নিশীথ প্রামাণিক বিধুভূষণের একমাত্র সন্তান। সাংসদ থেকে এবার তিনি মোদি সরকারের নবগঠিত মন্ত্রিসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে তার এই অর্জনে পরিবার ছাড়াও গ্রামবাসীর মধ্যে বইছে খুশির বন্যা। এই খবরে গ্রামে একে অপরকে মিষ্টিমুখ করছেন। তিনি আরও বলেন, নিশীথ প্রামাণিক সর্বশেষ ২০১৮ সালে গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার ভেলাকোপায় এসেছিলেন। এ ছাড়া চলতি বছরের শুরুর দিকে ঢাকায় এসেছিলেন নিশীথ। সেখান থেকে নড়াইল জেলায় প্রোগ্রাম শেষ করে ঢাকার গুলশানে ডেপুটি স্পিকার ফজলে রাব্বী মিয়ার সঙ্গে দেখা করেন।

জ্যাঠাতো ভাই সঞ্জিত কুমার প্রামাণিক জানান, ভারতে লেখাপড়া শেষ করে শিক্ষকতার চাকরি নেন নিশীথ। কিন্তু কিছুদিন পরেই শিক্ষকতা ছেড়ে রাজনীতিতে যোগ দেন তিনি। জনপ্রিয়তার কারণে প্রথমে ভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার যুব সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। এরপর তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। রাজনৈতিক জীবনে হোঁচট খেলেও তিনি বিপুল ভোটে কোচবিহারের সাংসদ (এমপি) নির্বাচিত হন। তিনি আরও জানান, ২০২১ সালে বিধানসভার ভোটে এমএলএ নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে বিধানসভার পদ ছেড়ে দিয়ে লোকসভা রাখেন। সম্প্রতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিতসহ শপথ নিয়েছেন তিনি। ছোট ভাই নিশীথ প্রামাণিক প্রতিমন্ত্রিত্ব লাভ করায় শুধু খুশিই নয়, পরিবার তথা গ্রামজুড়েই সবাই গর্বিত।

ভেলাকুপা গ্রামের মোতাহার হোসেন ও আনোয়ার হোসেন বলেন, নিশীথ প্রামাণিক ভারতের মন্ত্রিসভায় স্থান পাওয়ায় আমরা গ্রামের মানুষরা আনন্দিত। আমরা মনে করি, নিশীথ প্রামাণিক তার যোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার মূল্যায়ন পেয়েছেন। গ্রামের নগণ্য ছেলে নিশীথের এই অর্জনে মানুষজন শুধু খুশিই নয়, তিনি এমন স্বীকৃতি পাবেন, এটা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। ছোটবেলা থেকেই মেধা, মনন আর আত্মবিশ্বাসের কারণে নিশীথ প্রামাণিক একদিন যে ভালো কিছু অর্জন করবেন, তা জানা ছিল স্থানীয় অনেকের। আজ অল্প সময়ে তার নেতৃত্বের সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে। আজ নিশীথ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন। ভবিষ্যতে তার নেতৃত্ব আরও উচ্চপর্যায়ে যাবে বলেও বিশ্বাস করেন হরিরামপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও জেলা পরিষদের সদস্য মো. জরিদুল হক।

বাসন্তীতে দুই প্রতারক পুলিশের জালে, উদ্ধার নগদ চার লক্ষ টাকা

বাসন্তী, ১০ জুলাই (হি. স.) : বেশ কিছুদিন ধরে বাসন্তী ও আশপাশের থানা এলাকায় একটি প্রতারণা চক্র কাজ করছিল। উক্ত দুষ্কৃতীরা সাধারণ মানুষ কে ভুল বুঝিয়ে কখনও কেমিক্যাল দিয়ে টাকা দ্বিগুণ করে দেবে, কখনও খুচরো টাকা দ্বিগুণ দেবে এসব বাহানা করে ভুল বুঝিয়ে মানুষ কে প্রতারণা করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল। সেই অভিযোগ পেয়েই শনিবার সকালে দুই প্রতারককে বাসন্তীর জ্যোতিষপুর এলাকা থেকে গ্রেফতার করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে চার লক্ষ টাকা ও প্রচুর রাসায়নিক। শুক্রবার গোসাবার বাসিন্দা অসিত হালদার নামে এক ব্যক্তি ওই রকম এক প্রতারণা চক্রের শিকার হন। তাঁকে ব্ল্যাক ম্যাজিক ও কেমিক্যাল এর সাহায্যে টাকা দ্বিগুণ করে দেবার লোভ দেখায় তিন ব্যক্তি। লোভের বশবর্তী হয়ে উনি উক্ত ব্যক্তিদের নির্দেশ ক্রমে বাসন্তীর জ্যোতিষপুরে এক বাড়িতে যান ৬ লাখ টাকা নিয়ে। দুষ্কৃতীরা কিছু বিশেষ কেমিক্যাল পাশের রুমে একটি পাত্রে গুলে রাখে। আর একটি রুমে একটি পাত্রে আসল টাকার বান্ডিলটি রাখে। এরপর অসিতবাবুকে পাশের ঘর থেকে কেমিক্যালের পাত্রটি আনতে বলা হয়। এই সুযোগে দুষ্কৃতীরা প্রকৃত টাকার বান্ডিলটি সরিয়ে তাতে টাকার মতো করে কাটা কাগজের বান্ডিল ঢুকিয়ে দেয়। আর অসিত বাবুকে উক্ত পাত্রে কেমিক্যাল ঢালতে বলেন। কেমিক্যাল ঢালার পর অসিত বাবুকে বলেন ওই পাত্রটি নিয়ে বাড়ি যেতে এবং একদিন বাদে খুলতে। অসিত বাবু স্থির বিশ্বাসে উক্ত পাত্র নিয়ে চলে যায় আর বাড়িতে পাত্রটি খুলে তাজ্জব হয়ে যায়। পাত্রে দেখেন যে কেবল কাগজের টুকরো আছে, টাকা নেই। উনি তখন বাসন্তী থানার দ্বারস্থ হন। এই অভিযোগ পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জ্যোতিষপুর থেকে বাবলু ওরফে মহাদেব মণ্ডল ও বাসন্তী থেকে দেবু কর্মকার নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। উক্ত দুই ব্যক্তির কাছ থেকে প্রায় চার লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়। তাছাড়া বেশ কিছু টাকার মতো করে কাটা কাগজের টুকরো, কিছু কেমিক্যাল প্রতারণা করার কাজে ব্যবহৃত কিছু পাত্র উদ্ধার হয়। এই ঘটনার সাথে জড়িত তৃতীয় ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চলছে। পুলিশ আশাবাদী খুব শীঘ্রই উক্ত তৃতীয় ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করতে পারবে ও বাকি টাকাও উদ্ধার করা সম্ভব হবে। উক্ত তিন ব্যক্তি ছাড়াও এই চক্রের সাথে অন্য কেউ জড়িত আছে কিনা পুলিশ তাও খতিয়ে দেখছে। হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

প্রয়াত বলিউড অভিনেতা চ্যাঙ্কি পাণ্ডের মা

মুম্বাই, ১০ জুলাই (হি. স.) : প্রয়াত হলেন বলিউড অভিনেতা চ্যাঙ্কি পাণ্ডের মা তথা অভিনেত্রী অনন্যা পাণ্ডের ঠাকুমা স্নেহলতা পাণ্ডে। শনিবার সকালেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। স্নেহলতার বয়স ছিল ৮৩ বছর।

জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন স্নেহলতা। এদিন তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে চ্যাঙ্কি মায়ের বাড়ি যান। অন্যদিকে অনন্যা শুটিংয়ে বাড়ির বাইরে ছিলেন। তিনিও তা বাতিল করে ঠাকুমার শেষ যাত্রায় অংশ নিতে পৌঁছন। অন্যদিকে চ্যাঙ্কির স্ত্রী ভাবনা এবং ছোট মেয়ে রায়সাকেও স্নেহলতার বাড়িতে ঢুকতে দেখা যায়।

করোনা পরিস্থিতিতে স্থগিত ঢাকার ধামরাইয়ের যশোমাধবের রথযাত্রা

ঢাকা, ১০ জুলাই (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে জারি করা হয়েছে কঠোর বিধিনিষেধ। ধর্মীয় আচরণ আর শোভাযাত্রায়ও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। যার ফলে এবারেও এশিয়ার দ্বিতীয় ও দেশের সর্ববৃহৎ রথযাত্রা আয়োজন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। শনিবার পুজা উদযাপন কমিটির জরুরি বৈঠকের পরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রতি বছর ঢাকার ধামরাইয়ের যশোমাধবের রথযাত্রায় হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা অংশ নেন। গত বছর অতিমারির কারণে রথযাত্রা বের করা যায়নি। এ বছরও বার করা যাবে না রথযাত্রা।হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বন্যা কবলিত বিহারে নৌকোয় বানানো হয়েছে টিকা কেন্দ্র

পাটনা, ১০ জুলাই (হি. স.) : ভারি বৃষ্টিপাতের জেরে বিহারের বহু জেলা জলের তলায় চলে গিয়েছে। বানভাসি এলাকাগুলোতে ইতিমধ্যেই ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার। এই কঠিন পরিস্থিতি যাতে করোনা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে না পড়ে তার জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছে নীতীশ কুমারের সরকার। জলমগ্ন পরিস্থিতিতেও বিঘ্নিত হয়নি বিহারে করোনা ভ্যাকসিন পরিষেবা। নৌকোয় করে ভ্যাকসিন নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে স্বাস্থ কর্মীরা।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে টুইট করা হয়েছে সেই ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে নৌকোয় বানানো হয়েছে টিকা কেন্দ্র। বন্যা কবলিত মুজফফরপুরের মানুষদের ভ্যাকসিন দিতে ছুটে চলেছে নৌকো। ভাসমান টিকা কেন্দ্রের প্রশংসা করেছেন বহু মানুষ। ইতিমধ্যেই একাধিক জলমগ্ন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে সেই নৌকো। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছে নানা মহল। বিহারে বন্যা পরিস্থিতিতে নানা কাজ থমকে গেলেও চালু রয়েছে টিকাদান পরিষেবা। এই পরিষেবা পেয়ে উপকৃত বহু মানুষ।

পরপর তৃতীয় দিন, দক্ষিণ কোরিয়ায় করোনা-সংক্রমণ বেড়ে ১,৩৭৮

সিওল, ১০ জুলাই (হি.স.): দক্ষিণ কোরিয়ায় পরপর তিন-দিন ধরে অনেকটাই বাড়ল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। শনিবার সারাদিনে দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৩৭৮ জন। নতুন আক্রান্তের ১ হাজারের বেশি সংক্রমিত হয়েছেন রাজধানী সিওল ও পার্শবর্তী এলাকায়। স্কুল, অফিস ও শপিং মল নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ার নেপথ্যে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের মধ্যে যাঁরা তাঁদের মধ্যেই আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। দক্ষিণ কোরিয়ার মোট জনসংখ্যার এখনও পর্যন্ত মাত্র ১১ শতাংশ মানুষের টিকাকরণ হয়েছে। নতুন করে করোনার প্রকোপ বাড়তেই কড়াকড়ি শুরু হয়ে গিয়েছে। আগামী সোমবার থেকে লাগু হওয়া বিধিনিষেধ অনুযায় সন্ধ্যা ৬টার পর দু''জনের জমায়েত নিষিদ্ধ, স্কুল বন্ধ থাকবে। বার ও ক্লাব বন্ধ থাকবে। সীমিত সংখ্যক অতিথি নিয়ে চালানো যাবে ক্যাফে ও রেস্তোরাঁ।

কলকাতা থেকে চেন্নাই, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে ক্ষোভ বাড়ছে দেশে

কলকাতা ও চেন্নাই, ১০ জুলাই (হি.স.): জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাভিশ্বাস দেশবাসী, চিন্তা যেমন বাড়ছে তেমনই ক্ষোভ বাড়াচ্ছে পেট্রোল ও ডিজেল। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার বিক্ষোভ দেখানো হল কলকাতা ও চেন্নাইতে। কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে শনিবার বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। চেন্নাইয়ে বিক্ষোভ দেখান কমল হাসানের মাক্কাল নিধি মাইয়াম দলের কর্মীরা।

কলকাতায় এদিন পাটুলি, চেতলা, সেন্ট্রাল এভিনিউতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। ঠেলাগাড়িতে স্কুটার চাপিয়ে চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ দেখানো হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, সাগরের মন্দিরতলা বাজার-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে নানা প্রান্তে বিক্ষোভ দেখানো হয়। চেন্নাইয়ে এদিন জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান মাক্কাল নিধি মাইয়াম দলের কর্মীরা। দলের সহ-সভাপতি এ জি মৌর্য বলেছেন, 'সরকারের কাছে জ্বালানি তেলের দাম কমানোর আবেদন জানাচ্ছি। দাম কমানোর আবেদন আমরা জানিয়েছি, কিন্তু আমাদের কথা শোনা হয়নি। আমরা রাস্তাতেই প্রতিবাদ দেখাবো।'

কাবুলে বিস্ফোরণে মৃত্যু দু''জনের, গুরুতর জখম ৪

কাবুল, ১০ জুলাই (হি.স.): আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন দু''জন সাধারণ নাগরিক। বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়েছেন ৪ জন। শনিবার সকাল ৯.১০ মিনিট নাগাদ কাবুলের ডিস্ট্রিক্ট ৮-এর তাপা-ই-কার্তে এলাকায় একজন প্রপার্টি ডিলারের অফিসে বিস্ফোরণ হয়, ওই বিস্ফোরণে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৪ জন জখম হয়েছেন। বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাবুল পুলিশ।

অন্যদিকে, এদিন সকালেই আফগানিস্তানের কান্দাহার প্রদেশের দমন জেলায় বিস্ফোরণে প্রাণ হারিয়েছেন দু''জন সাধারণ নাগরিক এবং দু''জন পুলিশ কর্মী-সহ ৩ জন জখম হয়েছেন। সূত্রের খবর, দমনের জেলা গভর্নর পীর মহম্মদের গাড়ি ছিল নিশানায়। বিস্ফোরণে পীর মহম্মদ বেঁচে গেলেও, দু''জন প্রাণ হারিয়েছেন। জখম ৩ জনের মধ্যে একজন মহিলাও রয়েছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হিলিতে স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি

হিলি, ১০ জুন (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটের হিলি থানার বিনশিরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাতের অন্ধকারে ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি করল দুষ্কৃতীরা। শুক্রবার রাতে দোকান বন্ধ করে স্ত্রী'কে নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ব্যবসায়ীর কলকাতায় নিয়ে আসার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ ওই ব্যবসায়ীর নাম প্রদীপ কর্মকার।

জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীরা মোটর বাইকে চেপে এসে গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন প্রদীপবাবু। তাঁর পেটের ডান দিকে একটা গুলি লাগে। এদিকে গুলি চালানোর পর দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার প্রদীপ কর্মকারের সোনার দোকানে হালখাতা ছিল। শুক্রবার হালখাতার শেষ দিন ছিল। দোকানে হালখাতা সেরে মোটর বাইকে স্ত্রী'কে নিয়েই বাড়ি যাচ্ছিলেন তিনি। স্বাভাবিকভাবেই বাড়ি ফেরার সময় পকেটে ভাল পরিমান টাকাও ছিল। সেই সময় তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। ঘটনার পর তাঁকে উদ্ধার করে বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়। কলকাতায় আসার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে কে বা কারা গুলি চালাল, তা স্পষ্ট নয়। গুলি চালানোর কারণ নিয়েও ধন্দে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ্য গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩৫ জনের, পাকিস্তানে করোনা-মুক্ত ৯.১২-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ১০ জুলাই (হি.স.): পাকিস্তানে আবারও বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৮২৮ জন। শুক্রবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২২,৫৫৫ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৩০৪ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ১২ হাজার ২৯৫ জন। শনিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৮২৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৩৫ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯,৭১,৩০৪। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩৬,৪৫৪। এযাবত পাকিস্তানে সুস্থ হয়েছেন ৯, ১২,২৯৫ জন। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৩.৭৯ শতাংশ।

তামিলে ১৯ জুলাই অবধি বাড়ল লকডাউন, ছাড় দেওয়া হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে

চেন্নাই, ১০ জুলাই (হি.স.): তামিলনাড়ুতে ফের বাড়ল কোভিড-লকডাউন। এবার আগামী ১৯ জুলাই (সোমবার) পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে বাড়ানো হয়েছে লকডাউন। তবে, ছাড় দেওয়া হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। রাত ৯টা পর্যন্ত ৫০ শতাংশ ক্রেতা নিয়ে খোলা যাবে হোটেল, চায়ের দোকান, বেকারি, রাস্তার ধারের দোকান, স্নাক্স দোকান। তবে, ১৯ জুলাই অবধি বন্ধই থাকছে স্কুল, কলেজ, থিয়েটার, মদের বার, সুইমিং পুল ও চিড়িয়াখানা। আন্তঃরাজ্য পরিবহণ (পুদুচেরি ছাড়া), সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আপাতত বাতিল থাকছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরির পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। তবে, কঠোরভাবে কোভিড-বিধি মেনে চলতে হবে।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

ভয়ঙ্কর রূপ পেতে যাচ্ছে ভারতবর্ষের বর্ষা, জানালো লাখো বছরের তথ্য

বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে বর্ষাকাল আসছে আরও বেশি বৃষ্টি, আরও বেশি বিপদ নিয়ে; নতুন এক গবেষণা আরও দৃঢ় করেছে বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের এ ধারণাকে। জলবায়ুর পরিবর্তন যে বর্ষাকালকে বদলে দিচ্ছে, বিজ্ঞানীরা অনেকদিন ধরেই তা বুঝতে পারছিলেন। কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করে করা আগের গবেষণাগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ বাড়ায় তাপমাত্রা যেভাবে বাড়ছে, তাতে গরম আবহাওয়ায় বাড়তি আর্দতা গ্রীষ্ম ও বর্ষাকে করে তুলেছে আরও বেশি বৃষ্টিপ্রবণ, মাঝে মাঝে হচ্ছে অতি বর্ষণ, কোনো পূর্বাভাস সেখানে টিকছে না। শুক্রবার সায়েন্স অ্যাডভান্সেস জার্নালে প্রকাশিত নতুন একটি গবেষণা প্রতিবেদন বিজ্ঞানীদের ওই ধারণার পক্ষেই নতুন প্রমাণ হাজির করেছে। গত ১০ লাখ বছরে জলবায়ু কীভাবে বদলেছে, সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এ গবেষণায় ধারণা দিতে চেয়েছেন- কেমন হতে পারে আগামী দিনের বর্ষাকাল।

ভারত এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মোটামুটি জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় বর্ষাকাল ধরা হয়। এ সময় মৌসুমি বায়ু যে বিপুল বৃষ্টি নিয়ে আসে, তা এ অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই বৃষ্টি পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সময়মত বৃষ্টি যেমন ফসল উৎপাদন বাড়ায়, তেমনি আবার অসময়ের অতিবর্ষণ ফসল ধ্বংসও করে। অতিবৃষ্টি নিয়ে আসে বন্যা, কেড়ে নেয় প্রাণ, ধ্বংস করে লোকালয়, ছড়িয়ে দেয় দূষণ। নতুন এই গবেষণা বলছে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বর্ষার এই মেজাজ বদলে পুরো অঞ্চলের চেহারা আর ইতিহাসই বদলে যেতে পারে।

এ গবেষণার জন্য ১০ লাখ বছরের জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য বিজ্ঞানীরা কীভাবে পেলেন? না, টাইম মেশিন তাদের নেই। তারা কাজ করেছেন কাদা নিয়ে। প্রতি বর্ষায় পুরো ভারতবর্ষ ধুয়ে বিপুল পলি নিয়ে বৃষ্টির পানি পৌঁছায় বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগরে। সাগরের ভূস্তর খনন করে বিজ্ঞানীরা সেই নমুনা সংগ্রহ করেছেন।

এ কাজে পৃষ্ঠ থেকে ২০০ মিটার গভীর পর্যন্ত মাটির নমুনা নেওয়া হয়েছে, যাতে প্রতি বর্ষায় জমা নতুন স্তরগুলো থেকে বৃষ্টিপাত সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

যে বছর বৃষ্টি বেশি হয়, সাগরে স্বাদু পানির যোগান বাড়ে, উপরিভাগের লবণাক্ততা কমে আসে। তাতে সাগরের উপরিতলে থাকা অনেক ক্ষুদ্র ও আণুবীক্ষণিক জীবের মৃত্যু হয়, সেসব দেহাবশেষ জমা হয় মাটির স্তরের সঙ্গে। এভাবে প্রতিবছর পরতের পর পরত জমে সাগরতলের ভূস্তরে গ্রন্থিত হয় ইতিহাস।

মাটির নমুনা সংগ্রহ করার পর বিজ্ঞানীরা সেসব মৃত প্লাঙ্কটনের ফসিল পরীক্ষা করে অক্সিজেন আইসোটোপ বিশ্লেষণ করেছেন। তাতে ওই সময়ের পানির লবণাক্ততার পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেছে।

দেখা গেছে, বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি, বরফ স্তর কমে আসার পর মৌসুমি বায়ুতে আর্দতা বাড়তে শুরু করে এবং তারপর আসে সেই অতি বৃষ্টি আর সাগরের পানিতে লবণাক্ততা কমে আসার পর্ব।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, মানুষের কর্মকাণ্ড বাতাসে গ্রিনহাউজ গ্যাসের পরিমাণ যেভাবে বাড়িয়ে চলেছে, তাতে মৌসুমি বায়ুতে সেরকম আরেকটি পরিবর্তন আসন্ন। এ গবেষণার নেতৃত্বে ছিলেন ব্রাউন ইউনিভার্সিটির আর্থ, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানেটারি সায়েন্সেস এর অধ্যাপক স্টিভেন ক্লেমেন্স।

তিনি বলেন, ‘‘গত ১০ লাখ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড বেড়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ এশিয়ায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে যায়। ফলে জলবায়ু মডেলগুলোর যে পূর্বাভাস আমরা এতদিন পেয়ে আসছি, তার সঙ্গে লাখো বছরের প্রবণতা দারুণভাবে মিলে যাচ্ছে।’’

জার্মানির পোস্টড্যাম ইনস্টিটিউটের ক্লাইমেট ডাইনামিকসের অধ্যাপক অ্যান্ডার্স লিভারম্যান নতুন এ গবেষণায় যুক্ত না থাকলেও মৌসুমি বায়ু নিয়ে বিভিন্ন মডেল ধরে গবেষণা করেছেন এর আগে।

লিভারম্যান বলছেন, জলবায়ু মডেল ধরে তাদের পূর্বাভাসকেন্দ্রিক গবেষণার সঙ্গে নতুন এ গবেষণার ফলাফল মিলে যাওয়ায় তিনি স্বস্তি পাচ্ছেন, কারণ তাদের চেষ্টা ভুল পথে যায়নি।

“এবারের গবেষণায় যে বিপুল তথ্য এসেছে, সেটা অসাধারণ। পৃথিবীর ইতিহাসের লাখ লাখ বছরের কথা বলছে এসব তথ্য। প্রকৃতির যে নিয়ম আমরা প্রতিদিন দেখছি, তা ওই ভূস্তরে স্পষ্ট ছাপ রেখে যাচ্ছে।” আর এই ঘটনাপ্রবাহ যে ভারতীয় উপমহাদেশের বাসিন্দাদের জন্য দুর্দিন নিয়ে আসছে, সে বিষয়েও নিশ্চিত এই গবেষক। তিনি বলছেন, সাম্প্রতিক বর্ষ মৌসুমগুলোতে বৃষ্টির আর ক্ষতির পরিমাণ এমনিতেই বেড়ে গেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের যে ঝুঁকি তারা দেখতে পাচ্ছেন, তা হবে বিপর্যয়কর। তাছাড়া ঋতু বৈচিত্র্য যেভাবে পাল্টে যাচ্ছে, তাতেও প্রাণ ও প্রতিবেশের ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক স্টিভেন ক্লেমেন্স এবং তার সহযোগী গবেষকরা সাগরতলের মাটির নমুনা সংগ্রহ করতে দুই মাসের একটি অভিযানে অংশ নেন। এ কাজে তারা ব্যবহার করেন তেলকূপ খননের কাজে ব্যবহৃত জাহাজ জয়েডস রেজুলেশন, যেটি গবেষণার জন্য বদলে নেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে ১০০ ক্রু এবং ৩০ জন বিজ্ঞানীকে নিয়ে অভিযান শুরু করেছিল জাহাজটি। সাগর তলের মাটি খুঁড়ে সে সময় সংগ্রহ করা নমুনা বিশ্লেষণ করেই বিপুল এই তথ্যভাণ্ডার তৈরি করেছেন ক্লেমেন্সদের দলটি। তিনি বলেন, “বহু বছর ধরে আমরা এর পেছনে লেগে আছি। ভালো লাগছে, এসব তথ্য এখন আমরা প্রকাশ করতে পারছি।”

স্বাদের ইলিশের কত পুষ্টিগুণ? জেনেনিন

সামুদ্রিক মাছ ইলিশ। স্বাদে অতুলনীয় বলে মাছের জগতে ইলিশ রাজা। যদিও এর স্বাদ সবারই নেওয়া তবুও অপেক্ষায় থাকে আবার কখন খাবার প্লেটে পাওয়া যাবে এই রূপালী ইলিশ। বর্তমান সময়ে বাজার থেকে শুরু রাস্তাঘাটে প্রচুর ইলিশের দেখা মিলছে। দামও মোটামুটি আয়ত্তে।

ইলিশ খাওয়ার ধরন অনেক। ভাজা ইলিশ, সর্ষে ইলিশ, ভাপা ইলিশ, দই ইলিশ, পটল ইলিশ, ইলিশ পোলাউ এ রকম ৫০ রকমের রন্ধনপ্রণালী রয়েছে ইলিশ দিয়ে। এর সঙ্গে আছে ইলিশের ডিমও। যা অনেকের কাছে বেশ প্রিয়।

মজা করে ইলিশ তো খান! জানেন কি এই ইলিশের পুষ্টিগুণ? ১০০ গ্রাম ইলিশে প্রায় ২১ দশমিক ৮ গ্রাম প্রোটিনের পাশাপাশি রয়েছে উচ্চ পরিমাণ ওমেগা তিন ফ্যাটি এসিড, নায়সিন, ট্রিপ্টোফ্যান, ভিটামিন, বি ১২, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামসহ অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলস।

এবার জেনে নিন ইলিশ মাছের উপকারিতা এবং পুষ্টিগুণ-

খনিজ উপাদানে ভরপুর

ইলিশ মাছে আছে আয়োডিন, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, পটাশিয়াম। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সুস্থ রাখে আয়োডিন, সেলেনিয়াম উতসেচক ক্ষরণে সাহায্য করে যা ক্যান্সারের মোকাবিলা করতে পারে। এ ছাড়াও ইলিশে থাকা খনিজ বিশেষ করে ফসফরাস দাঁত এবং ক্যালসিয়াম হাড়ের পুষ্টির জন্য একান্ত অপরিহার্য। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও লৌহ স্বাভাবিক শরীর বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান।

হার্টের জন্য ভালো

ইলিশ মাছে প্রচুর পরিমাণ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। যা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় না। সামুদ্রিক মাছ হিসেবে ইলিশে সম্পৃক্ত চর্বিও কম। যার ফলে ইলিশ খেলে হার্ট থাকবে সুস্থ।

রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে

ইলিশ মাছ রক্তনালির স্বাস্থ্য রক্ষায় ভালো। এতে ক্কঞ্ঙ ও ঈছহঙ নামক ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। তাই ইলিশ মাছ খেলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে।

ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায়

ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায় ও রোদ থেকে ত্বকের ক্ষতি হওয়া প্রতিরোধে ইলিশ মাছের ওমেগা-৩ ফ্যাট সাহায্য করে। তাছাড়া ইলিশ মাছে থাকা প্রোটিন কোলাজেনের অন্যতম উপাদান। এই কোলাজেন ত্বক টাইট ও নমনীয় রাখতে সাহায্য করে।

চোখ ভাল রাখে

ইলিশের ভিটামিন-এ এবং ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চোখের সুস্থতা রক্ষায় সাহায্য করে। ইলিশ মাছ খেলে চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং চোখ উজ্জ্বল হয়। বয়সকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসার মোকাবিলা করতে পারে এই ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড।

ভিটামিন এ, ডি এবং ই রয়েছে প্রচুর

ইলিশ মাছে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এ, ডি এবং ই। বিশেষ করে ভিটামিন ডি খুব কম খাবারেই পাওয়া যায়। যা ইলিশে সহজেই মেলে। ইলিশে থাকা ভিটামিন-এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে এবং ভিটামিন-ডি শিশুদের রিকেট রোগ থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া এতে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড অবসাদ, আলসার, কোলাইটিসের হাত থেকেও রক্ষা করে।

ইলিশ মাছ খেলে কারো কারো শরীরে অ্যালার্জি বা গ্যাসের উদ্রেক হতে পারে। সেক্ষেত্রে আগে বুঝতে হবে আপনার শরীরে ইলিশ মাছের বিরূপ প্রভাব আছে কিনা, থাকলে ইলিশ এড়িয়ে চলাই ভাল।

তেঁতুলের আশ্চর্য কয়েকটি স্বাস্থ্যগুণ সম্বন্ধে জানুন

তেঁতুলের কথা শুনলেই অনেকের জিভে জল চলে আসে। তেঁতুলের আচার বা টক খেতে কে না ভালবাসেন! তবে জানেন কি শুধু স্বাদেই নয়, শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তেঁতুল অত্যন্ত উপকারী। তেঁতুলে এমন অনেক গুণ রয়েছে যেগুলো শরীর-স্বাস্থ্যের একাধিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

তেঁতুলে খাদ্যশক্তির পরিমাণ নারিকেল ও খেজুর ছাড়া অন্য সব ফলের চেয়ে অনেক বেশি। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সব ফলের চেয়ে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি আছে। তেঁতুলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান স্বাভাবিক পরিমাণে আছে। এবার জেনে নেওয়া যাক তেঁতুলের আশ্চর্য কয়েকটি স্বাস্থ্যগুণ সম্পর্কে- * একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, তেঁতুলের একাদিক ভিটামিন আর খনিজ উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে তেঁতুল শরবত করে খেতে পারেন।

* তেঁতুল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে! তাই যারা নিয়মিত তেঁতুল খান, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কম। * রক্তের খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে তেঁতুল অত্যন্ত কার্যকরী। এর ফলে কমে যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও।

* তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান যা ত্বকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। * তেঁতুলের রস শরীরে এইচসিএ বা হাইড্রোক্সিসিট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। এই হাইড্রোক্সিসিট্রিক অ্যাসিড সহজে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

* এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান যেগুলো শারীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ক্ষত সারাতেও তেঁতুল অত্যন্ত কার্যকর। * তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ম্যালিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম যা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

জানেন কি, ব্রেকফাস্ট দেরিতে করলে কি হয়?

অনেকের অভ্যাস সকালে কিছু না খাওয়া, অনেক বাচ্চারা আছে কিছু না খেয়েই স্কুলে চলে যায়, আবার অনেকে আছেন কাজবাজ সেরে দেরি করে সকালের নাস্তা খান। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফ্রেস হয়ে ব্রেকফাস্টটা মন দিয়ে সারা উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্বাস্থ্যের খাতিরে কখনই ব্রেকফাস্ট এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, প্রাতরাশ থেকেই প্রথমে শক্তি সরবরাহ হয় মস্তিষ্কে। রাত দশটায় পর খাবার খেলে এবং তা যদি অত্যধিক ক্যালোরিযুক্ত হয় তাহলে অবশ্যই পরদিন সকালে ভালো করে ব্রেকফাস্ট করুন। কিন্তু আমাদের দেশের সকলের অভ্যাসই হচ্ছে রাতের খাবারের পর সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সব কাজকর্ম সেরে তারপরই খাওয়া। আর এতেই ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। এবার দেখে নিন সকালের ব্রেকফাস্ট দেরিতে সারলে কি ক্ষতি হয়- * ব্রেকফাস্ট দেরিতে করে খাওয়ার ফলে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। * এ রকম দেরি করে খাওয়ায় হরমোনের তারতম্য হয়। * খুব অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরলের নানা সমস্যা দেখা দেয়। * প্রেসার জাঁকিয়ে বসে শরীরে। এ থেকে মস্তিষ্কে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন রোগও। * গ্যাসট্রিক বা অম্বল ডেকে আনে ব্রেকফাস্ট দেরিতে সারলে। চিকিতসকদের মতে ১৬ ঘন্টার বেশি কখনই গ্যাপ দেওয়া উচিত নয়। তাই ব্রেকফাস্ট কখনই বাদ দেওয়া যাবে না এবং দেরিও করা যাবে না।

পানের আশ্চর্য গুণ! জেনে রাখুন

রসিয়ে রসিয়ে মনের আনন্দে পান খান অনেকেই। কেউ কেউ নিয়মিত খেয়ে থাকেন আবার কেউ মাঝে মধ্যে খান। অনেকে আবার মুখ দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য পান চিবিয়ে থাকেন। এই পানের সঙ্গে সুপারি যেমন থাকে তেমনি থাকে অন্যান্য উপাদেয় সামগ্রী। পান তো স্বাদ বা মজার জন্য খেলেন, জানেন কি এর কত উপকার?

দেহের ক্লান্তি ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা কাটানোর জন্য কয়েকটা পান পাতার রস এক চামচ মধু দিয়ে খেলে নাকি তা টনিকের মতো কাজ করে। খাবার হজম হতে সাহায্য করে। পান পাতা সেবনে দেহের চর্বি বা মেদ এবং ওজনও কমে বলে জানা গেছে।

এবার জেনে নিন পান খাওয়ার উল্লেখযোগ্য কিছু উপকারিতা-

হজমে সাহায্য করে

পান খেলে লালাগ্রন্থির নিঃসরণ বেড়ে যায়। এ লালার কারণেই হজমের প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয়। লালার মধ্যে থাকা বিভিন্ন এনজাইম বা উতসেচক খাদ্যকে কণায় ভাঙতে সাহায্য করে যার ফলে হজম ভালো হয়। শুধু পান পাতা চিবিয়ে খেলেও এ উপকার পাওয়া যায়।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

খাবার গ্রহণের পর তার কণা মুখের ভেতরে, দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে। এগুলো ব্যাকটেরিয়া পচিয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। পান খেলে তার রস জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এসব ব্যাকটেরিয়াকে জন্মাতে দেয় না। যার ফলে মুখের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

যৌন শক্তি বাড়ায়

এটি একটি পুরনো প্রথা তবে কার্যকর। পানের রস যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে। আগেকার দিনে নববিবাহিতরা বেশি বেশি পান খেতেন।

গ্যাস্ট্রিক আলসার দূর করে

পান খেলে পেটে বায়ু জমে কম। যার ফলে গ্যাস্ট্রিক ও আলসার সৃষ্টির সুযোগ পায় না। পানের রস হজমে সাহায্য করায় তা পেটে বদ গ্যাস তৈরিও রোধ করে। যার ফলে পেট ফাঁপে না।

জন্মরোধ করে

পান গাছের শিকড় বেটে রস করে খেলে ছেলেপুলে হয় না। জন্ম নিরোধক বড়ি না খেয়েও এটা জন্মনিয়ন্ত্রণে সেবন করা যায়। বিভিন্ন দেশের গবেষণায় এর প্রমাণও মিলেছে।

উঁকুন মারে

মাথায় উঁকুন হলে স্নানের কিছুক্ষণ আগে পান পাতার রস মাথায় লাগিয়ে বসে থাকলে উঁকুন মারা যায়। এ কাজে ঝাল জাতীয় পান হলে ভালো হয়।

ফেঁড়া ফাটায়

পান পাতার চকচকে সবুজ পিঠে ঘি মাখিয়ে একটু সেঁক দিয়ে গরম করে ফেঁড়ার ওপর লাগিয়ে দিলে দ্রুত ফেঁড়া পেকে ফেটে যায়। আবার পাতার উল্টো পিঠে ঘি মাখিয়ে একইভাবে বসিয়ে রাখলে তা পুঁজ টেনে বের করে আনে। ঘিয়ের বদলে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করেও একই ফল পাওয়া যায়।

চর্মরোগ সারায়

দেহের কোথাও চুলকানি বা পাঁচড়া হলে সেখানে পান পাতার রস লাগিয়ে দিলে কয়েক দিনের মধ্যে তা ভাল হয়ে যায়।

মুখ ও দাঁতের উপকার করে

দাঁতের মাড়ি দূষিত হলে ফুলে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পানের রসের সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে কুলকুলি করলে ধীরে ধীরে ক্ষত শুকিয়ে যায়। মুখগহ্বরে কোনো ক্ষত হলে পানের রসে তার উপশম হয়। পানের রসে এসকরবিক এসিড আছে যা একটি চমতকার এন্টিঅক্সিডেন্ট। এটা মুখের ক্যান্সারও প্রতিরোধ করে।

নখের ব্যথা সারায়

অনেক সময় নখের কোণায় ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সেখানে কয়েক ফেঁটা পানের রস দিলে ব্যথা চলে যায়।

আঁচিল দূর করে

শরীরে আঁচিল হলে তার উপর কয়েক দিন পানের রস লাগান। এতে তা ধীরে ধীরে খসে পড়বে আঁচিল এবং ওই জায়গায় আর তৈরিও হবে না।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে

পান রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে গবেষণায় জানা গেছে। ফলে পানে রয়েছে ডায়াবেটিস প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য।

সর্দি বের করে

বুকের ভেতর কফ/সর্দি বা শ্লেষ্মা জমা হলে তা বের করতে পানের রস কার্যকর। এ ক্ষেত্রে পানের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে কয়েক দিন খেতে হবে। এতে বুকে জমা কফ বেরিয়ে যাবে।

মাথা ব্যথা দূর করে

মাথা ব্যথা হলে কপালে পানের রস লেপে দিলে দ্রুত মাথা ব্যথা কমে যায়।

ক্ষত ও ব্যথা সারায়

পানের বেদনানাশক ও ক্ষত সারানোর ক্ষমতা আছে। কোথাও ব্যথা হলে পান পাতা বেটে মলমের মতো সেখানে লেপে দিলে দ্রুত ব্যথা কমে। দেহের ভেতরে কোথাও ব্যথা হলে পানের রস করে জলে মিশিয়ে তা শরবতের মতো খেতে হবে। শুধু পান পাতা চিবিয়ে এর রস খেলেও এ উপকার মিলবে।

ঠাণ্ডা লাগা দূর করে

ঠাণ্ডা লাগা সারাতে পান চমতকার কাজ করে। ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি কাশিও হয়। এক্ষেত্রে পানপাতা গরম জল দিয়ে ছেঁচে রস বের করতে হবে। এ রসের সঙ্গে এক চিমটি গোলমরিচের গুঁড়া ও আদার রস মিশিয়ে খেতে হবে।

ক্ষুধা বৃদ্ধি করে

পাকস্থলী গড়বড় হলে সবই উল্টে যায়। খিদেও লাগে না। পাকস্থলীতে অম্লমান বা পিএইচের মাত্রা স্বাভাবিক না থাকলেই এরূপ হয়। পান তা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। শুধু পান পাতা চিবিয়ে খেলেও ক্ষুধা বাড়বে।

এন্টিসেপটিকের কাজ করে

কোথাও কেটে গেলে দ্রুত সেখানে পানের রস লাগিয়ে দিলে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না। পান পাতা পলিফেনল বিশেষত চাভিকল নামক রাসায়নিক উপাদানে পূর্ণ। এটা জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। এ ছাড়া সেখানে ফোলাও বন্ধ করে, ব্যথার উপশম করে।

পিঠে ব্যথার উপশম করে

নানা কারণে পিঠে ব্যথা হতে পারে। শোয়া থেকেও হয়। বয়স্কদের এ সমস্যা প্রায়ই দেখা দেয়। মাংসপেশির টান থেকেও এরূপ ব্যথা হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যথা জায়গায় পান পাতা দিয়ে সেঁক দিলে উপকার মেলে। এ ছাড়া পান পাতার রসের সঙ্গে নারিকেল তেল মিশিয়ে ব্যথা জায়গায় মালিশ করলে ব্যথা কমে।

মূত্র স্বল্পতা ও মূত্রকৃচ্ছতার উপশম করে

যাদের কম প্রস্রাব হয় বা প্রস্রাব করতে গেলে কষ্ট হয় তারা পান পাতার রস সেবন করে উপকার পেতে পারেন। এক্ষেত্রে ১টি পান পাতা ছেঁচে রস করে নিতে হবে। সেই রস একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে উপকার হবে। এতে দেহে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়বে ও মূত্রকৃচ্ছতা চলে যাবে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

পান পাতায় আছে চমতকার এন্টিঅক্সিডেন্ট যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় ও দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি প্রতিরোধ করে। এজন্য রোজ ১০-১২টি পান পাতা জলে ৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। এরপর তা নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। একটু ঠাণ্ডা হলে তাতে কয়েক ফোটা মধু মিশিয়ে কুসুম গরম থাকতেই পান করুন। রোজ এটি খেতে পারলে ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।

শিশুদের পেট ব্যথা কমায়

পেটে ব্যথা হলে ছোট্ট শিশুরা কাঁদতে থাকে। বড় শিশুরা পেট চেপে ধরে কাতরাতে থাকে। এ অবস্থায় পান পাতার চকচকে পিঠে নারিকেল তেল মাখিয়ে তা গরম করে সেই পাতা পেটের ওপর চেপে ধরে সেঁক দিতে হবে। ৩-৪ মিনিট পর পর এভাবে কয়েকবার সেঁক দিলে পেটে ব্যথা কমে যাবে। খেয়াল রাখতে হবে সেঁকের সময় তাপটা যেন বেশি না হয়।

পোড়া সারায়

পুড়ে গেলে সেখানে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া হয়। পোড়া জায়গায় পান পাতা বেটে তার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হবে ও পোড়া জায়গা শুকিয়ে যাবে।

তবে পানের কিছু দোষও রয়েছে। পানের নতুন পাতা শ্লেষ্মা বাড়ায়। পান হজম করে বটে তবে বেশি খেলে অজীর্ণ হয়। পানের বোঁটা ও শিরার রস ইন্দ্রিয়ের শক্তি কমিয়ে দেয়। তাই পানের বোঁটা খাওয়া উচিত নয়। যারা রুগ্ন, দুর্বল, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের তারা পান খাবেন না। মূর্চা রোগী, যক্ষ্মা রোগী ও যাদের চোখ উঠেছে তারও পান খাবেন না।

আগরতলা ক্লাব ফোরামের উদ্যোগে করোনা ভ্যাকসিন কর্মসূচি শিবির। ছবি ঃ নিজস্ব

সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে ফের টুইট রাজ্যপালের

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে ফের টুইট করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে বারবার সংঘাতে জড়িয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর থেকে সেই সংঘাত আরও চরমে পৌঁছেছে। সম্প্রতি বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের ভাষণ নিয়ে দু'পক্ষের দ্বন্দ্বে সরগরম হয়ে ওঠে রাজনীতির আঙিনা। এই আবহেই মাঝরাতে আচমকা সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে টুইট করেন রাজ্যপাল।

তিনি লিখেছেন, "সংবিধানের ১৫৯ অনুচ্ছেদের অধীনে আমার শপথের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। বিশ্বস্তভাবে রাজ্যপালের কার্য সম্পাদন; সংবিধান এবং আইন সংরক্ষণ ও সুরক্ষা সর্বোপরি; পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সেবা ও মঙ্গল কামনায় সমস্ত কিছু করব।" বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বেশ কয়েকবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন। নন্দীগ্রামের বিধায়কের সুরে সুর মিলিয়ে খানিক একইরকম অভিযোগ করেছেন খোদ রাজ্যপালও। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। সাংবিধানিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর। এই পরিস্থিতিতে সাংবিধানিক দায়িত্বের কথা উল্লেখ করে টুইট বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মুকুল রায়কে পিএসি চেয়ারম্যান করার প্রতিবাদে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবে বিজেপি

কলকাতা, জুলাই (হি. স.) : তৃণমূলে যোগ দেওয়া কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়কে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে মনোনিত করেছেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পিকারের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে নালিশ জানাতে যাচবে বিজেপি-র পরিষদীয় দল।

শুক্রবার অধিবেশন শেষ হওয়ার পরেই বিষয়টি নিয়ে বিজেপি-র রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে কথা হয় শুভেন্দু অধিকারীর। তার পরেই স্পিকারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজভবন যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন শুভেন্দুবাবু।

মঙ্গলবার বিকেলে বিজেপি পরিষদীয় দলের পাঁচ জন সদস্যকে নিয়ে রাজভবন যাওয়ার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। মৌখিক ভাবে রাজ্যপালকে বিষয়টি নিয়ে জানানোর পাশাপাশি একটি লিখিত অভিযোগপত্রও দেওয়া হবে।শুক্রবার অধিবেশন শেষে স্পিকার পিএসি-র চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করতেই কক্ষত্যাগ করেছিলেন বিজেপি বিধায়করা। সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হওয়ার কথা বলেন তারা। সেই লক্ষ্যেই প্রথমে বিধানসভার যাবতীয় কমিটির চেয়ারম্যান পদ থেকে দলীয় বিধায়কদের ইস্তফার বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিরোধী দলনেতা। তার পরেই রাজভবনের কাছে সময় চাওয়া হয় ।বিজেপি পরিষদীয় দল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে রাজভবন থেকে বিরোধী দলনেতাকে সময় দেওয়া হয়েছে। রাজ্যপালকে দেওয়া প্রতিবাদপত্রটি তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কল্যাণীর বিজেপি বিধায়ক অম্বিকা রায়কে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝাড়্গাম জেলা জুড়ে মিছিল তৃণমূলের

ঝাড়্গাম, ১০ জুলাই (হি. স.) : ক্রমাগত উর্ধমুখি পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাসের দাম। রোজদিন পেট্রোপন্যের দাম বেড়ে চলায় সমস্যায় পড়েছেন সমাজের মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর মানুষজনেরা। তাই শানিবার পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে ঝাড়্গাম জেলা জুড়ে মিছিল, বিক্ষোভ কর্মসূচি করেন শাসক দলের নেতামন্ত্রী ও বিধায়কেরা।

এদিন গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক চিকিৎসক খগেন্দ্র নাথ মাহাত গোরুর গাড়িতে চেপে অভিনব ভাবে পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ জানান। এদিন বিধায়ক চিকিৎসক খগেন্দ্রনাথ বাবুর উদ্যোগে সাঁকরাইল ব্লকের জোড়াশাল পেট্রোল পাম্প এলাকা থেকে বাইক ও ১৫ থেকে ১৬ টি গোরু, মহিষের গাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার, পেট্রোল, ডিজেলের ড্রাম, সরিষা তৈলের বোতল নিয়ে গোটা কেশিয়াপাতা বাজার এলাকায় মিছিল করেন শাসক দলের নেতাকর্মীরা। পরে কেশিয়াপাতা বাজার এলাকায় অবস্থান বিক্ষোভে বসেন তৃণমুল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। এদিনের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মীসুচিতে উপস্থিত ছিলেন সাঁকরাইল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কমল কান্ত রাউৎ,সাঁকরাইল ব্লক তৃণমুলের সহ সভাপতি অনুপ মাহাত, যুব তৃণমুলের সভাপতি পিন্টু মাহাত, সাঁকরাইল ব্লক বঙ্গ জননী নেত্রী মোনালিসা মাহাত ও দুই জেলা কমিটির সদস্য ভাগবত মান্না ও শান্তনু ভৌমিক সহ প্রমুখ। অন্যদিকে লালগড়ের এসআইচকে পেট্রোপন্যের মুল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অবস্থান করেন তৃণমূল। এদিন লালগড়ের এসআইচকে অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বিনপুর এক ব্লকের ব্লক সভাপতি শ্যামল মাহাত, বিনপুর এক ব্লকের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি সুদীপ্ত মাহাত। আর বেলপাহাড়ীতে অবস্থান বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন বিনপুরের বিধায়ক তথা রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি দেবনাথ হাঁসদা, বিনপুর দুই ব্লকের ব্লক সভাপতি বুবাই মাহাত সহ একাধিক তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। এছাড়াও নয়াগ্রাম ব্লক তৃণমূল।কংগ্রেসের উদ্যোগে পেট্রোপন্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা। এদিন নয়াগ্রাম ব্লকের কুর্মীপাথরা পেট্রোল পাম্প এলাকায় সাধারন মানুষজনের গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করা করেন।

এদিনের এই কর্মীসুচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম জেলা তৃণমূল।কংগ্রেসের সাধারন সম্পাদক সুমন সাহু, নয়াগ্রাম ব্লকের সহ সভাপতি রমেশ চন্দ্র রাউত সহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। এবং গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের শিবানন্দপুর পেট্রোল পাম্প এলাকাতেও গন স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পেট্রোল ডিজেল, রান্নার গ্যাসের প্রতিবাদ জানান। এখানে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়্গাম জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শান্তনু ঘোষ, ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল সহ প্রমুখ।

বিশ্বভারতীর উপাচার্যের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের

বোলপুর, ১০ জুলাই (হি.স.) : বিশ্বভারতীর উপাচার্য সহ দুই আধিকারিক এর বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় মামলা দায়ের করল মানবাধিকার সংগঠন। শনিবার সকালে ই-মেল মারফত শান্তিনিকেতন থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইট বা এপিডিআর - এর বোলপুর-শান্তিনিকেতন শাখার সম্পাদক শৈলেন মিশ্র। অনৈতিকভাবে বিশ্বভারতীর কর্মী অধ্যাপকদের বেতন বন্ধ রাখা এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন বন্ধ রাখার অভিযোগ তুলে এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী এবং আরও দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। এপিডিআর-এর বোলপুর-শান্তিনিকেতন শাখার সম্পাদক শৈলেন মিশ্র এদিন বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক কুমার মাহাতো এবং একাউন্ট অফিসার সঞ্জয় ঘোষের বিরুদ্ধে শান্তিনিকেতন থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন। অনৈতিকভাবে বিশ্বভারতীর কর্মী অধ্যাপকদের বেতন বন্ধ রাখা এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন বন্ধ রাখার অভিযোগ তুলে এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী গোটা শান্তিনিকেতনের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী, অস্থায়ী কর্মী — সকলের মধ্যে একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছেন। যার ফলে এখানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে উপাচার্য ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের দুর্ব্যবহারের অভিযোগেরও উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ১৫ নম্বর ধারা উল্লেখ করে অভিযোগ করা হয়েছে যে, কাজ করিয়ে মাইনে না দেওয়া বা প্রাপ্য অর্থ না দেওয়া আইনবিরুদ্ধ। তাই কর্মী অধ্যাপকদের মাইনে বন্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন না দেওয়া বেআইনি। এই অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে জুন মাসের প্রাপ্য বেতন এবং অবসরকালীন ভাতা বিশ্বভারতীর কোন কর্মী বা অবসরপ্রাপ্ত কর্মী পাননি, এই ঘটনা শুধু এবছরই নয়, ২০২০ সালের জুন এবং জুলাই মাসেও একই ঘটনা ঘটেছিল বলেও এই অভিযোগ পত্র লেখা হয়েছে। শৈলেন মিশ্র অভিযোগ করেছেন যে বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিশ্বভারতীতে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করেছেন যা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট আইনের পরিপন্থী তাই অবিলম্বে উপাচার্য সহ বাকি দুই আধিকারিকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে ওই এফআইআর-এ। এপিডিআর সংগঠনের সম্পাদক শৈলেন মিশ্র এদিন বলেন, "অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিশ্বভারতীর উপাচার্য পদে বসার পর থেকে, বিগত দুবছর ধরে একের পর এক অনৈতিক কাজ কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিবাদ করলেই রোষের মুখে পড়তে হচ্ছে বিশ্বভারতীর পড়ুয়া, কর্মী, শিক্ষকদের। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় উপাচার্য অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কখনো বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথ বহিরাগত', কখনো আবার প্রকাশ্যে বলতে শোনা গেছে 'আমি যাবার আগে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্তিনিকেতন থেকে মুছে দিয়ে যাব', আবার বলতে শোনা গেছে গুন্ডা দিয়ে ছাত্রদেরকে পেটানোর কথা। এই সব এখানকার সংস্কৃতির পরিপন্থী। এই সামগ্রিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য ও তাঁর সঙ্গী সাথীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।" হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

আমি আমার গানের মধ্যেই নিজেকে খুঁজি, সেখানেই নিজেকে খুঁজে পাই : নেটিজনদের ধন্যবাদ বাবুলের

কলকাতা, ১০ জুলাই (হি. স.) : মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ফেসবুকে প্রকাশ করেছিলেন হতাশা। তা নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয়। "তোমরা যা বলো তাই বলো" গান যুক্ত করে শুক্রবার রাতে ফেসবুকে লেখেন কিছু খোলা কথা। এর পর নেটিজেনরা উজার করে দেন তাঁদের অভিব্যক্তি। সেগুলো পড়ে অভিভূত বাবুল সুপ্রিয়। সব পড়ে ফেসবুকে লিখলেনও সে কথা।

গত রাত তিনটে নাগাদ বাবুলবাবু ফেসবুক পোস্টের পর শনিবার প্রায় পৌনে আটটা পর্যন্ত লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার এসেছে যথাক্রমে ৩ হাজার ৫০০, ৬৩১ ও ৩৬। সেগুলো দেখে বাবুলবাবু লিখেছেন, "বহুদিন বাদে আজ সব কয়েকটি কমেন্ট পড়লাম ! এত সুন্দর ইঙ্গপায়ারিং কথা লিখেছেন আপনারা। আমি বিভ্রান্ত। চোখে জল চলে আসছে ! কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। তাই আমার একটি গান যুক্ত করলাম - মন খারাপ হলে, কোনো কারণে বিচলিত হলে, আমি আমার গানের মধ্যেই নিজেকে খুঁজি - সেখানেই নিজেকে খুঁজে পাই ! আন্তরিক ধন্যবাদ আর একবার।" এর পর দুটি ভালবাসা এবং একটি নমস্কারের প্রতীক।

প্রতিক্রিয়ায় ভরত দাস লিখেছেন, "কিছু মনে করবেন না আপনার গানের ভক্ত সবাই রাজনীতির বাইরে। আপনি কোন দল করার দরকার নেই শুধুমাত্র সংগীত নিয়ে থাকুন এর থেকে ভালো কিছু হয়না।" সুকান্ত সমাদ্দার লিখেছেন, "দাদা মন খারাপের কিছু নেই সময় পরিবর্তনশীল কে জানে আগামী দিন আপনাকে রাজ্যের প্রধান হিসাবে ও দেখতে পারি আর এটা কোন জ্ঞান নয় কারণ আমার মতন ক্ষুদ্র মানুষের সেই দৃষ্টতা নেই। ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন।"

প্রতীক লাহা লিখেছেন, "স্যর, আপনার একটা গান, 'শুনো ... মেরে দিল কি বাত' যদি আরেকবার শুনতে পাওয়া যায় .. খুব খুশি হব। এই গানটা আমাদের দারুন লাগে।" স্বপন জানা লিখেছেন, "অন্তর দিয়ে ভাবলে সবই সুন্দর লাগবে।" লিটন ডি খান লিখেছেন, "দাদা, বাংলাদেশে থেকে। আপনি খুব প্রিয় একজন মানুষ শুধুই শিল্পী হিসেবে।"

রামমোহন মন্ডল লিখেছেন, "দাদা আপনি আমার প্রিয় একজন শিল্পী, ... কেন যে আপনি এই রাজনীতির ঘোলা জলে নামতে গেলেন.....ভুল বললে মাফ করবেন।" পুরুষোত্তম মাজি লিখেছেন, "দাদা আপনি আমার প্রিয় একজন শিল্পী,..... কেন যে আপনি এই রাজনীতির ঘোলা জলে নামতে গেলেন.....ভুল বললে মাফ করবেন।" নয়ন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "দাদা আপনি আমার প্রিয় একজন শিল্পী,..... কেন যে আপনি এই রাজনীতির ঘোলা জলে নামতে গেলেন.....ভুল বললে মাফ করবেন।"

পূজা পাল লিখেছেন, "আপনার গলায় কতবারও ভেবেছিনু গানটা চিরকাল শ্রেষ্ঠ ছিল আছে থাকবে।' সুমিত্রা সাহা লিখেছেন, "আর দাদা আমরা যারা ছোট থেকে তোমার গান শুনে বড় হলাম তাদের ভালোবাসা আগে ও যেমন ছিল পরেও ঠিক ততটাই থাকবে। আর তোমাকে যারা কটূক্তি করে তাদের কাছে তোমার এই গানের ভাষা বোঝার মত ক্ষমতাই নেই। তোমার গান চিরকাল আমার খুব প্রিয়। আরও অনেক বেশি গান শুনতে চাই দাদা।"

সিদ্ধার্থ শঙ্কর দাস লিখেছেন, "একদম পাত্তা দেবেন না। এগিয়ে যান। আপনার জন্য দিদির মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" রূপায়ণ দে লিখেছেন, "ইনবক্সে লিখেছিলাম। তুমি হয়ত পড়ে দেখোনি। তাই এখানে লিখলাম। দাদা তোমার জগৎটা অনেক বড়। অনেক দায়িত্ব। কর্তব্য। অনেক চাহিদা। চাওয়া পাওয়া তোমায় ঘিরে। তাই এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তুমি এগিয়ে চল। যারা ট্রোল করবে, তারা চেষ্টা করলেও ধরতে পারবেনা তোমায়। আর যারা তোমার সমকক্ষ, বা তোমার থেকে এগিয়ে, তারা তোমায় ট্রোল করবেনা।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বঙ্গবন্ধুর নামে ইউনেস্কোর পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত

মনির হোসেন,ঢাকা, ১০ জুলাই।। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা ইউনেস্কো। ২০২১ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য ইউনেস্কো'র ৪১তম সাধারণ সভায় প্রথমবার পুরস্কারটি দেয়া হবে।

'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্যা ফ্লিড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' শীর্ষক পুরস্কারটি প্রবর্তনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশে অবস্থিত ইউনেস্কো ক্লাব অ্যাসোসিয়েশন। অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব ও সাংবাদিক মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী একটি নিবন্ধে লিখেছেন, জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানার্থে সৃজনশীল অর্থনীতিতে উদ্যোগের জন্য দুইবছর পর পর তরুণদের উৎসাহিত করতে 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্যা ফ্লিড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' শীর্ষক পুরস্কারটি প্রবর্তন করার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, ইউনেস্কো অর্থাৎ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে জাতিসংঘের কোনো সংস্থা এ প্রথমবার বঙ্গবন্ধুর নামে পুরস্কারটি চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে ইউনেস্কো পুরস্কার এ মুহূর্তে সবচেয়ে উপযোগী মাধ্যম হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর আগে ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক বাংলাদেশের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ছাড়াও ২০১৭ সালে ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণকে বিশ্ব ইতিহাসের 'ঐতিহাসিক দলিল' হিসেবে শুধু ঘোষণা নয়, স্বীকৃতি প্রদানও করেছে।

ইউনেস্কোকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বলা হয়, ইউনেস্কো হচ্ছে জাতিসংঘের ১৪টি অঙ্গ সংস্থার মধ্যে অন্যতম, যা শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক কর্মকাণ্ডে জড়িত। জাতিগুলোর মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও যোগাযোগের সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বে শিক্ষা বিস্তার, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান চর্চা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা আনায়নই হচ্ছে ইউনেস্কোর প্রাথমিক লক্ষ্য। পৃথিবীর ১৯৮ দেশ বর্তমানে ইউনেস্কো'র সদস্য রাষ্ট্র।

ইউনেস্কোর গঠনতন্ত্রের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, যেহেতু মানুষের মনে গড়ে তুলতে হবে 'শান্তির সুদূর প্রাচীর' সেহেতু ইউনেস্কো হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একটি আদর্শের নাম। এ জন্যই ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর জন্মের পর থেকেই ইউনেস্কো পৃথিবীময় যা কিছু করেছে এবং করছে সেসব হচ্ছে মানবজাতির মনে শান্তির আন্দোলনকে জোরদার করার অভীষ্ট প্রয়াস। ইউনেস্কোর স্বীকৃত কর্মক্ষেত্রগুলো এর নামেই স্বয়ং পরিস্ফুটিত। কিন্তু তা শুধু শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সীমায়িত নয় গণমাধ্যম ও সমাজবিজ্ঞানের কর্মসূচীতে পরিব্যাপ্ত। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ করে। তিনি বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে দীর্ঘদিনের বিরাজমান দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত হয়। বিদ্রোহীদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদনে ও এ অঞ্চলে শান্তির জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইউনেস্কো কর্তৃক হুকে বোয়ানি শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। এটাও ছিল বাংলাদেশের একটি অর্জন ও আরেকটি আনন্দের সংবাদ। মর্যাদাবান এ পুরস্কার গোটা জাতির জন্য এক বিরাট সম্মান ও গৌরব বয়ে আনে। পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক উজ্জ্বল করেছে, যা আমাদের জন্য একটি বড় ধরনের খুশির ব্যাপার ছিল। ইউনেস্কোর শান্তি পুরস্কার এমন এক মর্যাদা ও সম্মানের প্রতীক, যা নোবেল শান্তি পুরস্কারের পরপরই এটির স্থান। ইয়াসির আরাফাত, নেলসন মেন্ডেলাসহ বিশ্বের শান্তিকামী এমন কয়েকজন ব্যক্তিত্ব এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। নিবন্ধে বলা হয়, তাদের স্থান শান্তিকামী বিশ্ববাসীর হৃদয়ে শান্তির অন্বেষায় যারা নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। হিংসার উন্মত্ততার মধ্যেও যারা বয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন অহিংসার সুবাতাস। এ মহৎ পুরস্কারটি কেবল তাদের জন্য। এ বিশাল বিশ্বে বাংলাদেশের মতো ছোট্ট একটি দেশ অথচ সাহসী ও শান্তিকামী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্জিত ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কারটি ছিল সীমাহীন গৌরবের। দেশবাসীও ছিল এর অংশীদার। আর একথা প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ বিশ্বে ছোট্ট দেশ হলেও এর ইতিহাস প্রাচীন ও ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। একে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে হাজারো সমস্যার পরও ইউনেস্কো থেকে শান্তির জন্য পুরস্কারটি অর্জন ছিল হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির বিরুদ্ধে ভালোবাসার প্রতীক। যা সহজে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নিবন্ধে আরো বলা হয়, বঙ্গবন্ধুর নামে প্রবর্তিত বঙ্গবন্ধু ইউনেস্কো-বাংলাদেশ পুরস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ সম্মানিত বোধ করছে। এছাড়াও মুজিববর্ষেও ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা কর্মসূচি পালন করা হবে। এ ধরনের অর্জনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি জাতির গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বাড়াতে সক্ষম হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি এবং বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু এক ও অভিন্ন। ইউনেস্কো-বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ পুরস্কারটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইউনেস্কোর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। এ পুরস্কার প্রবর্তনে বাংলাদেশের ১৮ কোটি জনগণ ইউনেস্কোকে সাধুবাদ জানায়। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন খ্যাতিমান ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দিয়ে আসছে ইউনেস্কো। তারই অংশ হিসেবে প্রথমবার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র নামে পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।

দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু চেয়ার

মনির হোসেন,ঢাকা, ১০ জুলাই।। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বাংলাদেশ-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উপলক্ষে এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে বঙ্গবন্ধু চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর কালচারাল রিলেশনস (আইসিসিআর)।

শনিবার (১০ জুলাই) আইসিসিআর এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, আইসিসিআরের মহাপরিচালক শ্রী দীনেশ কে পটনায়েক এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক পি সি যোশি এ বিষয়ে আগামী ১২ জুলাই একটি সমঝোতা স্মারক সই করবেন। স্মারক সই হওয়ার পর পাঁচ শিক্ষাবর্ষের জন্য এই সমঝোতা চুক্তি কার্যকর থাকবে। চেয়ারটি পরিচালিত হবে বাংলাদেশ বিষয়ক বিদেশি প্রফেসর বা বিশেষজ্ঞ দ্বারা, যিনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত হবেন। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, চলতি বছরের মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের সময় করা একটি সমঝোতা চুক্তির ভিত্তিতে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বিবৃতিতে বাংলাদেশকে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী উল্লেখ করে আরও বলা হয়, বঙ্গবন্ধু চেয়ার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হবে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরও ভালোভাবে বোঝা এবং এর মধ্য দিয়ে দুই দেশের শিক্ষা, শিল্প এবং সংস্কৃতি বিনিময়কে শক্তিশালী করবে।

তেলিয়ামুড়ায় রামঠাকুর সেবা মন্দিরে টিকাকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জুলাই।। করোনা মহামারীর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে গোটা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে কোভিড ভেকসিন দেওয়ার কর্মযজ্ঞ। তারই অঙ্গ হিসেবে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হল করুণা ভ্যাকসিনের ৪৫ উর্ধ দ্বিতীয় ডোজ এবং ধান বাজার শেড ঘরে ১৮ উর্ধ প্রথম ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া। শনিবার সকাল ১১ টা থেকে কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সকাল থেকে তেলিয়ামুড়া স্থিত শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দির প্রাঙ্গণে., ধান বাজার সেড ঘরে কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ও দ্বিতীয় ডোজ নেওয়ার জন্য মানুষজনরা উৎসবের মেজাজে লাইন লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য।

তবে রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে করুনার ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য মানুষজন আসতে থাকলেও তাদের মধ্যে ছিল না সামাজিক দূরত্ব।এক সময় মনে হচ্ছিল যেন রাজ্য থেকে করুণা গায়েব হয়ে গেছে। অথচ তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ প্রশাসন রাম ঠাকুর আশ্রমে সামাজিক দূরত্ব ঠিক করার দায়িত্বে থাকলেও দেখা গেল তারা ব্যাস্ত ফোনে প্রিয়জনদের সাথে বার্তালাপে।

করিমগঞ্জে উদ্ধার পেচারথলের বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১০ জুলাই।। পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জে উদ্ধার ঊনকোটি জেলার পেচারথলের বৃদ্ধা মহিলাকে অবশেষে আজ চুরাইবাড়িতে নিয়ে গিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের হাতে সমঝে দিল করিমগঞ্জ জেলার রবীন হুড আর্মির সদস্যরা।জানা গেছে আজ করিমগঞ্জ শহরের পোয়ামারাতে এক ভবঘুরে মহিলাকে এদিক সেদিক ঘুরতে দেখে করুণা হয় স্থানীয় রবীন হুড আর্মির কর্মীদের।পরে তারা উক্ত মহিলার কাছে গিয়ে তার পরিচয় জেনে সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা পুলিশের সাথে যোগাযোগ করেন।তাদের ডাকে সাড়ে দিয়ে তাৎক্ষনিক মহিলাকে সমঝে নিতে সম্মতি জানায় পেচারথল থানার পুলিশ।এ মর্মে আজ বিকালে লায়ন্স ক্লাব ফ্রন্টলাইনের সভাপতি গৌতম দে র ব্যবস্থাপনায় ভাড়া গাড়িতে করে উক্ত মহিলাকে অসমএত্রিপুরা সীমান্তের অসম চুরাইবাড়ি পুলিশ চেক গেইটে পৌছান রবীন হুডের কর্মীরা।সেখানে তাকে সমঝে নেন পেচারথল থানার পুলিশ সহ নিখোজ মহিলার পরিবারের লোকেরা।এ মর্মে পেচারতল থানার ওসি জাহাঙ্গীর হুসেইন জানান যে, গত কিছু দিন ধরে নিজ বাড়ি থেকে নিখোজ ছিলেন লাবনী চাকমা(৬০)নামের এই মহিলাটি।উনি বিগত কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদেও ভূগছিলেন।এ মর্মে পুলিশে নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরিও করেছিলেন উনার বড় পুত্র।অবশেষে এই মহৎ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য রবীন হুড আর্মির সদস্যদের ধন্যবাদ জানান পেচারথল থানার ওসি সহ মহিলার পরিবারের লোকেরা।এই মহৎ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন রবীন হুড আর্মি করিমগঞ্জের পক্ষে সুজন দেবরায় সঞ্জীব দাস সুজিত সিনহা প্রমুখ।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টে বৃদ্ধের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জুলাই।। কলমচৌড়া থানার অন্তর্গত মধ্য বক্সনগরের তিন নং ওয়ার্ডের প্রবীণ নাগরিক আব্দুল খালেক শনিবার দুপুরে নিজ বাড়িতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। সাথে সাথেই তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় হাপানিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভারত বিকাশ পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ জুলাই।। ভারত বিকাশ পরিষদের ৫৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ি স্থিত শাখা সম্পূর্ণ কোভিড বিধি মেনে পালন করলো। এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করার জন্য ভারত বিকাশ পরিষদ উদয়পুর শাখা খিলপাড়া বালক শিশু নিকেতনের ৪৫জন আবাসিকদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপিত করেন। আজ সকাল ৯টায় ভারত বিকাশ পরিষদের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি ও ত্রিপুরা প্রান্ত মৃন্ময় দত্ত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভারত বিকাশ পরিষদের উদয়পুর শাখার সহ সভাপতি অজয় বর্মন । এছাড়া মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর শাখার যুগ্ম সম্পাদক সমরজিৎ তারন,সহ- সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে পুলক পাল ও সুকুমার সেন প্রমুখ। অজয় বর্মন ও মৃন্ময় দত্ত অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় ভারত বিকাশ পরিষদের বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কার্যকলাপ আবাসিকদের সামনে তুলে ধরেন।

কুমারঘাটে আক্রান্ত দুই সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ১০ জুলাই।। ফের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রমনের শিকার দুই চিত্র সাংবাদিক।ঘটনা শনিবার কুমারঘাটে। আক্রান্ত দুই সাংবাদিকের নাম জনি ভট্টাচার্য ও বিশাল শর্মা।

এদিন এলাকার ঠিকেদার সুখরঞ্জন দাসের সাথে ঠিকেদারি কাজের দেনা পাওনা নিয়ে বেসরকারি সুপ্রিম প্রাইভেট লিমিটেডের কর্মীদের বচসা বাধে স্থানীয় হাসপাতাল রোড এলাকার একটি বাড়ীতে থাকা তাদের ভাড়া অফিস ঘরে।ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে সংবাদ সংগ্রহে গেলে কোম্পানির প্রজেক্ট প্রেসিডেন্ট কপিল সিঙ্ঘাল সাংবাদিক জনি ভট্টাচার্য এবং রাইজিং ত্রিপুরা চ্যানেলের প্রতিনিধি বিশাল শর্মাকে পেশাগত কাজে বাধা দেয় এবং শারিরিক ভাবে নিগ্রহ করে বলে অভিযোগ।সাংবাদিকের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে আইডি কার্ড দেখাতেই কপিল সিঙ্ঘালের সাথে থাকা কয়েকজন সাংবাদিকের প্রেস কার্ড ছিনিয়ে নেয় এবং ক্যামেরা ভাংচুর করে বলে অভিযোগ।এবিষয়ে সাংবাদিকের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কুমারঘাট থানায়।রাজ্যে একের পর এক সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় নিন্দার ঝড় রাজ্যজুড়ে।

হায়রে সমাজ !

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জুলাই।। হায়রে সমাজ ! বর্তমান সমাজে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার বাস্তবে তা কঠিন। যদিও শুনা যাচ্ছে সরকার বলছে রাজ্যে নারী নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তার উল্টো চলছে। বামের পতন হয়ে রাম আসলেও নারী নির্যাতন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে। রাজ্যে আবারো এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। এবারের ঘটনা বিশালগড় মহকুমার
মধ্য-লক্ষ্মীবিল এলাকায়। জানা যায় ৫ বছর আগে মধ্য লক্ষ্মীবিল এলাকার মিঠুন সরকারের সাথে সাত পাকে বন্ধনে মিলিত হয় বকুল নমেঃর। অভিযোগ বিয়ের ৬ মাস পর থেকে স্বামী মিঠুন সরকার তার স্ত্রী বকুল নমঃ কে শারীরিকভাবে নির্যাতন চালাত। স্ত্রী বকুল নমের আরো অভিযোগ তার স্বামী তাকে মেরে ফেলারও চেষ্টা করেছে কিছু বার। এক কথায় দিনের পর দিন বকুল নমঃকে মারধোর করতো পাষণ্ড স্বামী মিঠুন সরকার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সহ্য করতে না পেরে শনিবার বিশালগড় মহিলা থানার দ্বারস্থ হয় নির্যাতিতা বকুল নমঃ। বকুল নমঃ তার স্বামী মিঠুন সরকারে বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন।

কবর

● প্রথম পাতার পর

দেখার বিষয় পুলিশ তদন্তে কি তথ্য উঠে আসে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

আগরতলা পুর নিগম সহ ১৩টি পুর ও নগর এলাকায় ১৬ জুলাই পর্যন্ত করোনা কার্ফ : নির্দেশিকা

আগরতলা, ১০ জুলাই।। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সরকার দিনের ও রাতের করোনা কার্ফর মেয়াদ আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের ১৩টি নগর ও পুর এলাকায় বৃদ্ধি করেছে। যেসব এলাকায় কার্ফুর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে সেগুলি হচ্ছে ১) আগরতলা পুর নিগম ২) রাণীরবাজার পুর পরিষদ ৩) জিরানীয়া নগর প'ায়েত ৪) উদয়পুর পুর পরিষদ ৫) কৈলাসহর পুর পরিষদ ৬) ধর্মনগর পুর পরিষদ ৭) খোয়াই পুর পরিষদ ৮) বিলোনীয়া পুর পরিষদ ৯) কুমারঘাট পুর পরিষদ ১০) তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ ১১) সোনামুড়া নগর প'ায়েত ১২) অমরপুর নগর প'ায়েত ১৩) সাবম নগর প'ায়েত। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির স্টেট এগজেকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মুখ্যসচিব কুমার অলোক গতকাল এক আদেশে কিছু নির্দেশিকা দিয়েছেন:

ক) ১০ জলাই দুপুর ১২টা থেকে ১২ জলাই সকাল ৬টা পর্যন্ত উইকেণ্ড কার্ফ জারি থাকবে।

খ) উল্লিখিত এলাকাগুলিতে করোনা দিনের কার্ফ (দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৬টা) ১২ জলাই, ২০২১ থেকে ১৬ জলাই, ২০২১ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

গ) সারা রাজ্যে করোনা রাতের কার্ফ (সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৫টা পর্যন্ত) ১২ জলাই, ২০২১ থেকে ১৭ জলাই, ২০২১ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

দিনের কার্ফতে বিধিনিষেধ:

১) সামাজিক / রাজনৈতিক / বিনোদনমূলক / ধর্মীয় / শিক্ষামূলক / সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান / মেলা / উৎসব ইত্যাদির মতো সংক্রমণ বর্ধনকারী জমায়েতও সবসময় বন্ধ থাকবে। খোলা কিংবা বন্ধ জায়গায় কোনও বৈঠক / জমায়েত করা যাবে না। সরকারি বৈঠকে সর্বোচ্চ ৫০ জনের অংশগ্রহণ থাকবে। হলের আকার অনুযায়ী কোভিড নিয়ম মেনে সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ আসন পূর্ণ করা যাবে। কোভিড বিধিনিষেধ নিশ্চিত করতে এসব অনুষ্ঠানের ভিডিও রেকর্ডিং করা হবে।

২) সিনেমা হল / মাল্টিপ্লে', শপিং কমপ্লে' / মল, জিমন্যাসিয়াম / সুইমিং পুল, বিউটি পার্লার, সেলুন, স্পোর্টস কমপ্লে' ও স্টেডিয়াম, বিনোদনমূলক পার্ক, বার এবং অডিটোরিয়াম, অ্যাসেম্বলি হল ও অনুরূপ স্থান সবসময় বন্ধ থাকবে।

৩) সমস্ত এককভাবে পরিচালিত দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। (তবে উইকেণ্ড কার্ফতে এসব দোকানপাট বন্ধ থাকবে) ক্রেতারা যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন এবং মাস্ক পরিধান করেন তা সুনিশ্চিত করবেন দোকানের মালিক। শপিং মল ও মার্কেট কমপ্লে' সবসময় বন্ধ থাকবে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বাজার কমিটি ভলান্টিয়ার নিয়োগ করবেন। ঔষধের দোকান সবসময় খোলা থাকবে।

৪) রেস্টুরেন্ট / ধাবা দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। হোটেলের ভিতরের রেস্টুরেন্ট বাইরের অতিথির জন্য দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকবে (উইকেণ্ড কার্ফতে বন্ধ থাকবে) কিন্তু হোটেলে অবস্থানকারী অতিথিরা সবসময় রেস্টুরেন্টের পরিষেবা নিতে পারবেন। রেস্টুরেন্ট/ধাবার ভিতরে মালিক বা তার সহকারীরা প্রতি ৩৬ স্কোয়ার ফুট এলাকায় একজনের বেশি থাকতে পারবেন না।

৫) সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিস ৫০ শতাংশ উপস্থিতি নিয়ে চলবে এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় ভিড় কমাতে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কর্মসময় থাকবে। যেমন সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা, সকাল ১০.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০ টা এবং সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা। অফিসে সবাইকে কোভিড নিয়ম মেনে চলতে হবে।

৬) জরুরী প্রয়োজন ছাড়া উইকেণ্ড কার্ফতে কোন ব্যক্তিকে চলাচল করতে দেওয়া হবে না। অন্যদিনগুলিতেও বাড়ি ও কর্মস্থলের বাইরে জরুরী প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বের হওয়া যাবে না। জরুরী প্রয়োজনে কোভিড নিয়ম মেনে চলাচল করা যেতে পারে। পরিবারের সদস্য ছাড়া বাকিদের সাথে পাবলিক প্লেস ও রাস্তায় সব সময় ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। একমাত্র পরিবারের সদস্যরা এই নিয়মের বাইরে থাকবেন।

৭) কোভিড নিয়ম মেনে সর্বোচ্চ ৫০ জন নিয়ে বিবাহ অনুষ্ঠান চলতে পারবে।

৮) দাহক্রিয়া / অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান সর্বোচ্চ ২০ জন নিয়ে করা যাবে।

৯) সমস্ত ধর্মীয় স্থান বন্ধ থাকবে। তবে পুরোহিত বা ধর্মীয় স্থানের প্রতিনিধি ন্যূনতম আচারবিধি / প্রার্থনা চালিয়ে যেতে পারবেন।

১০) সমস্ত কর্মস্থান, পাবলিক প্লেস এবং পরিবহণ ব্যবস্থায় মাস্ক পরিধান বাধ্যতামূলক।

এই বিধিনিষেধ সারা রাজ্যে (করোনা কার্ফ এলাকার বাইরেও) এবং উইকেণ্ড কার্ফতে চালু থাকবে। তাছাড়াও করোনা কার্ফ এলাকায় নিম্নলিখিত (ক্রমিক নং-১১ এবং ১২) বিধিনিষেধও চালু থাকবে।

১১) সরকারি যানবাহন ছাড়া বাকি যানবাহন একমাত্র জর`রি প্রয়োজনে সকাল ৫টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত চলাচল করতে পারবে। তবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কারণে দুপুর ২টার পরও চলাচল করতে পারবে।

১২) কোভিড নিয়ম মেনে রাজ্যে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পুনরায় চালু করা যাবে এবং রাজ্যে সমস্ত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/সেন্টার নিয়ম অনুযায়ী কাজ চালাতে পারবে ৬ ফুট দূরত্ব বজায় রেখে।

সারা রাজ্যে কার্ফর আওতার বাইরে থাকবে:

১) সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি অফিসের গাড়ি পরিচয়পত্র নিয়ে চলবে। ব্যক্তিগত জরুরী প্রয়োজনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচল করা যাবে।

২) পেট্রোলিয়ামজাত সহ মাল পরিবহণকারী মালবোঝাই যানবাহন ও খালি যানবাহন, লোডিং / আনলোডিং চলবে।

৩) টেলিযোগাযোগ, ইন্টারনেট পরিষেবা, সম্পচার ও ক্যাবল পরিষেবা এবং আইটি এবং আইটি নির্ভর পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী ও যানবাহন চলাচল করতে পারবে।

৪) ই-কমার্সের মাধ্যমে খাদ্য, ঔষধ ও স্বাস্থ্য সর'াম ইত্যাদি জর`রি দ্রব্যাদি ডেলিভারি করার কাজে নিযুক্ত কর্মী ও যানবাহন চলবে।

৫) পেট্রোল পাম্প, এলপিজি, সিএনজি, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের খুচরো ও স্টোরেজ পরিষেবার কর্মী ও যানবাহন চলবে।

৬) দিনরাত চলমান শিল্প / কোম্পানিতে বিভিন্ন শিফটে কর্মরত কর্মীরা সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিচয়পত্র দেখিয়ে চলাচল করতে পারবেন।

৭) ব্যাঙ্ক, এটিএম, আরবিআই, বীমা, এলআইসি, কাস্টমস ও স্থলবন্দর এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মী ও যানবাহন চলবে।

৮) বিমানবন্দর / রেলওয়ে এবং কার্গো পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মীরা চলাচল করতে পারবেন।

৯) ডাক ও ক্যারিয়ার পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মী।

১০) বীজ, সার, কীটনাশক, ক'ষি যন্ত্রপাতি পরিবহণ ও মেরামতের সাথে যুক্ত ব্যক্তি কার্ফর আওতার বাইরে থাকবে।

১১) এফসিআই ও খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মাল পরিবহণকারী কর্মী ও যানবাহন চলাচল করতে পারবে।

১২) স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে যাওয়া রোগী ও তার সহকারি কার্ফর আওতার বাইরে থাকবে।

১৩) ইলেকট্রিক ও প্রিন্ট মিডিয়া এবং সরকারি মিডিয়ার কর্মী পরিচয়পত্র দেখিয়ে চলাচল করতে পারবেন।

১৪) কোভিড-১৯ নির্দেশিকা মেনে চা বাগানের কাজকর্ম চলতে পারবে। চা পাতা পরিবহণকারী যানও চলতে পারবে।

১৫) হোটেল, রেস্টুরেন্ট ও অন্যান্য খাবারের দোকান থেকে হোম ডেলিভারি দেওয়া যাবে।

১৬) কোভিড নির্দেশিকা মেনে ই-কমার্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী ডেলিভারি দেওয়া যাবে।

১৭) গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, কোল্ড স্টোরেজ ও ওয়্যারহাউস খোলা থাকবে।

১৮) বেসরকারি নিরাপত্তা পরিষেবা।

১৯) হোটেলগুলি খোলা থাকবে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া এবং হোম ডেলিভারি পরিষেবা সহ।

২০) কোভিড ভ্যাকসিন নিতে যাওয়া যাবে।

২১) প্লাম্বিং, ইলেকট্রিশিয়ান, মেকানিক ও গৃহস্থালীর সর'াম মেরামত ইত্যাদি পরিষেবার সাথে যুক্ত কর্মী চলাচল করতে পারবেন।

২২) জেলাশাসকের দ্বারা অনুমোদিত যে কোনও পরিষেবা।

২৩) কোভিড নিয়ম মেনে রেগার কাজ চলবে।

২৪) সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক পরিধানের নিয়ম মেনে গ্রামীণ এলাকায় ক'ষিকাজ / উদ্যান চাষ / মৎস্যচাষ / প্রাণী পালন ও রাবার ট্যাপিং-এর কাজ চলবে।

২৫) দুগ্ধ পরিবহণকারী যানবাহন চলতে পারবে।

২৬) নির্মাণ ও প্রজেক্টের কাজ চলবে।

উল্লিখিত নির্দেশিকা অমান্যকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৫ এবং আইপিসি-র ১৮৮ ধারায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। আবার 'দ্য এপিডেমিক ডিজিজ কোভিড-১৯ রেগুলেশনস ২০২০-র অধীনে বলা হয়েছে যে-

১) কর্মস্থলে / পাবলিক প্লেস এবং ভ্রমণের সময় মাস্ক ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক।

২) একমাত্র সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করেই দোকান খোলা যাবে এবং যেসব দোকানের সামনের অংশ এক মিটারের কম প্রশস্ত সেখানে একসাথে একজন ক্রেতা থাকতে পারবেন। তবে ১ মিটারের বেশি কিন্তু ২ মিটারের কম প্রশস্ত হলে একসাথে দুইজন ক্রেতা থাকতে পারবেন এবং বাকিরা পিছনে অপেক্ষা করবে। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং প্রতিদিন দোকান স্যানিটাইজ করতে হবে।

৩) মাস্ক পরিধানের নিয়ম ভঙ্গ করলে প্রথমবার ২০০ টাকা এবং পরবর্তী বারগুলিতে ৪০০ টাকা করে জরিমানা হবে।

৪) সামাজিক দূরত্বের নিয়ম এবং হোম কোয়ারেন্টাইনের নিয়ম ভঙ্গ করলে ১,০০০ টাকা জরিমানা হবে।

পুলিশ প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

হওয়ার পরও দোকানপাটে ভিড় করেন। আইন রক্ষার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা শেষ পর্যন্ত ওইসব নির্লজ্জ মানুষকে লাঠি নিয়ে তাড়া করতে বাধ্য হয়। এ ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে শিক্ষিত সচেতন সমাজ ব্যবস্থায় লজ্জাজনক।প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং সচেতন নাগরিকরা প্রত্যেকের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন রাজ্যের করোণা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষে করোণা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলার জন্য। অন্যথায় করোনা পরিস্থিতি আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারে।

রাজ্যে করোনা নিয়ন্ত্রণে শনিবার থেকে শুরু হয়েছে লকডাউন। ধর্মনগরেও চলছে লকডাউন। লকডাউন কঠোরভাবে লাভ করার জন্য পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা কোমর বেঁধেছে।

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। আপাত দৃষ্টিতে সংক্রমণের সংখ্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা কিছুটা কম মনে হলেও আতঙ্ক কিন্তু পিছু ছাড়ছে না। ডেল্টা প্লাস ভাইরাস সংক্রমণ বিপদজনক আকার ধারণ করতে শুরু করেছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের দেওয়ার তথ্য পড়লে চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেই রাজ্য সরকার আগরতলা পৌর নিগম সহ ১৩ টি শহর এলাকায় লকডাউন ও উইকেন্ড কারফিউ জারি করেছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কঠোরভাবে কার্যকর করতে প্রশাসন ময়দানে নেমেছে। লকডাউনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে চলেছে টহলদারি।আইনভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে চলছে আর্থিক জরিমানা আদায়। শহরে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ ও টিএস আর বাহিনী। প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যারা করোনা বিধি লঙ্ঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জরুরী পরিষেবা সঙ্গে যুক্ত লোকজন ছাড়া অন্যান্যদের লকডাউন চলাকালে ঘর থেকে না বের হতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গোমতী জেলার উদয়পুরে কারফিউর প্রথম দিনে মাঠে নামল পুলিশ প্রশাসন। এদিন পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীরা কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে। বহু মানুষকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২ থেকে শুরু হয়েছে রাজ্যে লকডাউন। সেই সাথে এই লকডাউন জারি হওয়ার পর কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে পুলিশ প্রশাসন।শনিবার দুপুরে এই ধরনের একটি চিত্র দেখা গেল কাঁকড়াবনে। মেলাঘর এবং সোনামুড়া থেকে আসা বহু যানবাহনকে রাস্তায় ব্যারিকেড করে আটকে দেওয়া হয়েছে। সেইসাথে জারি হয়েছে বিভিন্ন যানবাহনে তল্লাশি। কাঁকড়াবন থানার ওসি সুব্রত বর্মন জানিয়েছে যে সব যাত্রীদের মুখে কোন মাস্ক পরিধান নেই সে সকল যাত্রীদের জরিমানা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার থেকে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা পালন করছে কাঁকড়াবন থানার পুলিশ। করোনা বিধি অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে বলেও জানানো হয়।

করোনা কারফিউ জারি করেও করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলা করা কষ্টকর হয়ে উঠেছে। একাংশের অসচেতন মানুষের দৌলতেই করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকানো যাচ্ছে না। সে কারণে বাধ্য হয়ে সরকার ও প্রশাসন আরো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেছে। জনগণকে করণ বিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে বলা হয়েছে।

আজ হাসিনাকে

● প্রথম পাতার পর

সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হোক।

আগামীকাল সকাল ৮টা নাগাদ আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টে চট্টগ্রামস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন কার্যালয়ের আধিকারিকের হাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য আনারস তুলে দেবেন শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের অধিকর্তা টি কে চাকমা। চট্টগ্রামস্থিত ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশন কার্যালয়ের আধিকারিক ১০০ কার্টুন আনারস ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের কার্যালয়ে পৌছে দেবেন। ভারতীয় হাই কমিশনার ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো শুভেচ্ছা উপহার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেবেন।

প্রসঙ্গত, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার কাছে শুভেচ্ছা উপহার স্বরূপ হারিভাঙ্গা আম পাঠিয়েছেন।

শিক্ষা দপ্তর

● প্রথম পাতার পর

ওয়ার্কবুকের সংখ্যা হচ্ছে ১৩.৭৫ লক্ষ এবং এজন্য বরাদ্দ ৩.৫৮ কোটি টাকা। অন্যদিকে দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পর্য্যন্ত (সেকেন্ডারি এবং হায়ার সেকেন্ডারি) ৫৬টি শিরোনামে ওয়ার্কবুকের সংখ্যা ৮.৭১ লক্ষ এবং এজন্য বরাদ্দ হচ্ছে ২.৬৩ কোটি টাকা। মোট ৮৫টি শিরোনামেব২২.৪৫টি ওয়ার্কবুকের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৬.২১ কোটি টাকা। এইবারই প্রথম ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে এই ওয়ার্কবুক দেয়া হচ্ছে। কোন স্কুলের প্রধানশিক্ষক কিংবা কোন শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বলেনি যে টাকা দিয়ে ক্রয় করতে হবে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে ওয়ার্কবুকগুলি বিতরণ করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে শিক্ষা দপ্তর।

আগরউড

● আটের পাতার পর

স্বর্ণ হিসাবেও পরিচিত। পুরো বিশ্বে, ত্রিপুরায় 'আগর' গাছ লাগানোর জন্য সেরা মাটি রয়েছে। বিশ্ব বাজারে এক কেজি 'আগর' তেলের দাম পাঁচ লাখ টাকা। তবে এই তরল সোনার বা 'আগরউড তেল' পুরো গাছের ১০ থেকে ১৫ শতাংশে পাওয়া যায়। এই আগর গাছটি অ্যাকোলেরিয়া গাছ নামেও পরিচিত যেখানে একটি পোকা গাছে তেল ছাড়তে গাছকে সংক্রামিত করে। এখন, ত্রিপুরায় একটি 'অর্থনৈতিক বিপ্লব' আনতে সরকার আগামী পাঁচ বছরে এই গাছগুলিতে কৃত্রিম সংক্রমণের পদক্ষেপ নিচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আরও বলেন, বনদপ্তর ত্রিপুরা আগরউড বোর্ড গঠন করবে চলতি বছরের অক্টোবরে। ২০২২ সালের জানুয়ারীতে আগর ট্রেড সেন্টার এবং টেস্টিং লেবরেটরি স্থাপন করা হবে।

জাতীয় সড়কে

● প্রথম পাতার পর

তেমন কোনো ভূমিকা লক্ষ করা যায় না গোটা থানা এলাকায়। মাসে দু-এক দিন স্পীড রাইডার মেশিন লাগানো হলেও অধিকাংশ সময়ে ন্যূনতম নাকা চেকিং পর্যন্ত করা হয় না বিশালগড়ে। এখন দেখার মাত্রাতিরিক্ত দুর্ঘটনার লাগাম টানতে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে বিশালগড় ট্রাফিক ইউনিট।

বাইখোড়া

● প্রথম পাতার পর

বিষয় এই দুর্ঘটনারপর থানার পরিকাঠামো উন্নয়নে সরাষ্ট্র দপ্তর কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহনকরে।

ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের জন্য প্রশংসিত রাজনাথ দারুণ প্রশাসক : মোদী

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা রাজনাথ সিংকে জন্মদিনের হার্দিক শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজনাথ সিংকে দারুণ সাংসদ ও প্রশাসক আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী টুইটারে লিখেছেন, স্নেহময় ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের জন্য বর্ণালীজুড়ে প্রশংসিত রাজনাথ সিং। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও রাজনাথ সিংকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি নেতারা।

শনিবার রাজনাথ সিংয়ের ৭০তম জন্মদিন, এদিন সকালে প্রধানমন্ত্রী টুইট করে লিখেছেন, 'আমাদের মন্ত্রিসভার সহকর্মী রাজনাথ সিংজিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। স্নেহময় ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানের জন্য বর্ণালীজুড়ে তিনি প্রশংসিত হন। তিনি একজন অসামান্য সাংসদ ও প্রশাসক। দেশের সেবায় নিবেদিত তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের জন্য কামনা করছি।'

১৯৫১ সালে উত্তর প্রদেশে জন্ম রাজনাথ সিংয়ের। বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায়ে দলের হয়ে কাজ করেছেন তিনি। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিং বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতিও ছিলেন। তিনি অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন।

খেলাধুলা

দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হলেন হরভজন সিং

নয়াদিল্লি, ১০ জুন (হি. স.) : প্রতীক্ষার অবসান। দ্বিতীয় সন্তানের বাবা হলেন হরভজন সিং। বাবা হওয়ার আনন্দ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভক্তদের সঙ্গে ভাগ করে নিলেন ভারতীয় স্পিনার। তাঁর স্ত্রী গীতা ও সন্তান দু'জনই ভাল আছে।

চলতি বছর মার্চ মাসেই সুখবর দিয়েছিলেন হরভজন সিং। জানিয়েছিলেন, আরও একবার বাবা হতে চলেছেন তিনি। অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী গীতা বসরার ছবিও পোস্ট করেছিলেন। প্রতীক্ষার অবসানে পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তাঁর স্ত্রীর। শনিবার ভাজ্জির সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টে লেখা, "ঈশ্বরের আশীর্বাদে সুস্থ সন্তান জন্ম নিয়েছে। গীতা ও বাচ্চা দু'জনই ভাল আছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং আপনাদের ভালবাসা ও শুভেচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞ।" সঙ্গে ক্যাপশনেই জানিয়েছেন, ছেলে হয়েছে তাঁদের। স্বাভাবিকভাবেই সুখবর জানানোর পর থেকে শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন সেলেব দম্পতি। ২০১৫ সালে বলিউড নায়িকা গীতার সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছিলেন ভাজ্জি। পরের বছরই ঘর আলো করে আসে মেয়ে হিনায়া। বছর পাঁচেক পর এবার ভাইকে স্বাগত জানাল ছোট্ট হিনায়া। স্বামীর দায়িত্বজ্ঞানের প্রশংসা মাঝেমধ্যেই শোনা যায় গীতার গলায়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মাস কয়েক আগেই একটি সাক্ষাৎকারে গীতা জানিয়েছিলেন, তিনি দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার পর থেকে পুরোদস্তুর সংসারি হয়ে উঠেছিলেন হরভজন। বেশিরভাগ সময় হিনায়ার দেখভাল তিনিই করতেন। গীতাকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলেছিলেন। এবার যে সদ্যোজাতর যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন বাবা, তা বলাই বাহুল্য।

উইম্বলডনের ফাইনালে জোকোভিচ

লন্ডন, ১০ জুলাই (হি.স.): উইম্বলডনের ফাইনালে পৌঁছলেন নোভাক জোকোভিচ। ৪১তম সেমিফাইনালে ডেনিস শাপোভালভকে ৭-৬, ৭-৫, ৭-৫ ফলে হারিয়ে দিয়েছেন জোকোভিচ। তাঁর সামনে ২০ তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার হাতছানি। প্রথম বার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনাল খেলতে নামা ডেনিস স্ট্রেট সেটে হারলেও প্রতিটা সেটেই শেষ পর্যন্ত আটকে রেখেছিলেন জোকোভিচকে। উইম্বলডনের ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ইটালির মাত্তেয়ো বেরেত্তিনি। যিনি প্রথম বার ফাইনাল খেলতে নামবেন।

লড়াই শেষে ফাইনালে ওঠার তৃপ্তি নিয়ে জোকোভিচ বলেন, "আমার মনে হয় না এই ম্যাচের ফলাফল খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্স বুঝতে সাহায্য করবে। প্রথম এবং দ্বিতীয় সেটে দারুণ খেলেছে শাপোভালভ। প্রচুর সুযোগ তৈরি করেছিল ও। আজ এবং এই শেষ কয়েক সপ্তাহে যা করেছে তার জন্য ওকে অভিনন্দন।"

এই বছর অস্ট্রেলীয় ওপেন জয় হয়ে গিয়েছে। জিতেছেন ফরাসি ওপেনও। উইম্বলডনের ফাইনালে তাঁর প্রতিপক্ষ ইটালির মাত্তেয়ো বেরেত্তিনি। যিনি প্রথম বার ফাইনাল খেলতে নামবেন। সেমিফাইনালের পর ফাইনালেও যেন নেকড়ের সামনে মৃগশাবক। জয়ের জন্য তৈরি জোকোভিচ। ৩৪ বছরের সার্বিয়ান টেনিস তারকা বলেন, "আমার কেরিয়ারের এই জায়গায় দাঁড়িয়ে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়টাই সব। টেনিসে এই চারটি প্রতিযোগিতাই সব চেয়ে বড়। সেই খেলায় ইতিহাস তৈরি করতে পেরে আমি খুশি। আমার কাছে আর একটাই ম্যাচ বাকি আগামী কিছু দিনে। সেই ম্যাচটা নিয়েই ভাবব। ৩০ নম্বর গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলতে নামছি এটা ভুলে যাব।"

সব ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ভারতীয় পেসার পঙ্কজ সিং

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): সরকারিভাবে সব ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন ভারতের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে মাঠে নামা পঙ্কজ সিং। শনিবার রাজস্থানের ৩৬ বছর বয়সী অভিজ্ঞ পেসার চিরতরে বুট জোড়া তুলে রাখার কথা ঘোষণা করে বলেন, 'খেলা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ নয়। তবে সব খেলোয়াড়ের জীবনেই এই দিনটা আসে, যেদিন তাঁকে থামতে হয়। ভারাক্রান্ত মনে ও মিশ্র অনুভূতির সঙ্গে আমি সব ধরণের ক্রিকেট থেকে সরকারিভাবে অবসরের কথা ঘোষণা করছি।'

পঙ্কজ ২০১৪ সালের ইংল্যান্ড সফরে টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ২টি টেস্ট খেলেন। তার আগে দেশের জার্সিতে ২০১০ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটি একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচও খেলেছেন তিনি। টেস্টে সাকুল্য ২টি উইকেট নিয়েছেন পঙ্কজ।

যদিও ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে পঙ্কজের। ১১৭টি ফার্স ক্লাস ম্যাচে ৪৭২টি উইকেট রয়েছে তাঁর। ২৮ বার ইনিংসে ৫ উইকেট নিয়েছেন। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়েছেন ৫ বার। এছাড়া ৭৯টি লিস্ট-এ ম্যাচে ১১৮টি এবং ৫৭টি টি-২০ ম্যাচে ৪৩টি উইকেট নিয়েছেন পঙ্কজ। ফার্স ক্লাস ক্রিকেটে ৩টি হাফসেঞ্চুরি-সহ ১৫১৩ রানও রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। রাজস্থান ছাড়াও পুদুচেরির হয়েও ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। রাজস্থান রয়্যালস ও আরসিবির হয়ে আইপিএলও খেলছেন এই ডানহাতি পেসার।

করোনার জের, ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ পিছিয়ে শুরু হচ্ছে ১৮ জুলাই থেকে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): করোনার প্রভাবে পিছিয়ে গেল ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ। শনিবার বিসিসিআই প্রধান সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়ে দিলেন বলেন, "শ্রীলঙ্কা শিবিরে করোনা আক্রমণের জন্য আসন্ন সিরিজ পিছিয়ে গেল। তাই ১৩ জুলাইয়ের বদলে আগামী ১৮ জুলাই থেকে একদিনের সিরিজ শুরু হবে।" ২৫ জুলাই থেকে আরম্ভ হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ।

শ্রীলঙ্কা শিবিরে ইতিমধ্যে করোনা হানা দিয়েছে। টিমের দুই সদস্য করোনায় আক্রান্ত। দলের দুই সদস্য করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর পুরো দলকেই কঠোর নিভৃতবাসে পাঠানো হয়েছে। যার জেরে পিছিয়ে গেল ভারত-শ্রীলঙ্কা সিরিজ। নতুন সূচি নিশ্চিত করেছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। তিনি বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কায় ভারতের ম্যাচের জন্য নতুন সূচি নির্ধারিত হয়েছে।' আগের সূচি অনুযায়ী ১৩ জুলাই প্রথম একদিনের ম্যাচ ছিল। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় একদিনের মাচ ছিল যথাক্রমে ১৬ এবং ১৮ জুলাই। ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে তিনটি টি-টোয়েন্টি হওয়ার কথা ছিল। নতুন সূচি অনুযায়ী ১৮ জুলাই থেকে শুরু হবে একদিনের সিরিজ। ১৮, ২০ এবং ২৩ জুলাই তিনটি একদিনের ম্যাচ হবে। আর টি-টোয়েন্টি ম্যাচগুলি হবে ২৫, ২৭ এবং ২৯ জুলাই। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ফুটবল ফিরছে ময়দানে, তাতেই খুশি মেহতাব! সেইসঙ্গে স্থানীয় ফুটবলারদের হয়ে সুর চড়ালেন তিনি

অনেক টালবাহানার পর অবশেষে শুরু হতে চলেছে কলকাতা প্রিমিয়ার লিগ। গতবার কলকাতা লিগ না হওয়ার জন্য ফুটবলার থেকে শুরু করে রেফারিরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। করোনা মহামারীর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত কলকাতা লিগ আয়োজন করতে পারেননি আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। তবে এবার সফল হতে চলেছেন তিনি।জল্পনার অবসান ঘটিয়ে কলকাতা লিগ শুরু হওয়ার জন্য সচিবকে ধন্যবাদ জানালেন প্রাক্তন ফুটবলার মেহতাব হোসেন। এই লিগ শুরু হলে ফুটবলারদের আর্থিক সমস্যা কিছুটা হলেও মিটবে বলে মনে করছেন দুই প্রধানে চুটিয়ে খেলা মেহতাব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "কলকাতা লিগ শুরু হচ্ছে, এটা খুব ভালো খবর। ভ্যাক্সিনেশন করিয়ে ফুটবলারদের মাঠে নামানো হচ্ছে। কলকাতা ফের খেলায় ফিরছে, এটাই বড় খবর।" কলকাতা লিগ শুরু হলে আর্থিক সমস্যা মিটবে কিনা এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে মেহতাব বলেন, "আর্থিক সমস্যা পুরোপুরি মিটবে কিনা সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে কিছুটা হলেও মিটবে। নতুন প্রতিভা হারিয়ে যাচ্ছে। লিগ শুরু হলে তারা দিশা খুঁজে পাবে।"জয়দীপের উদ্যোগ প্রসঙ্গে মেহতাবের বক্তব্য, "কাউকে না কাউকে উদ্যোগ নিতেই হয়। এবার সেই উদ্যোগ নিয়েছেন জয়দীপবাবু। গতবার চেষ্টা করেও হয়নি। এবার তিনি সফল হলেন।" কলকাতা লিগে স্থানীয় ছেলেদের খেলানোর পক্ষে সুর চড়ালেন মেহতাব। দেশের প্রাক্তন এই মিডিও বলেন, "লিগে স্থানীয় ছেলেদের সুযোগ দেওয়া হোক। গোয়া এবং মিজোরামে স্থানীয় ছেলেদের সুযোগ দেওয়া হয়। ওখানে দল বড় ব্যবধানে হারলেও ফুটবলার পরিবর্তন করা হয় না। আমি চাই স্থানীয় ছেলেরা এই লিগে খেলুক।"শেষবার যখন কলকাতা লিগ হয়েছিল, সেবার সার্দান এভিনিউর কোচ ছিলেন মেহতাব। এবার অবশ্য এখনও পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনা করেননি তিনি। এবার তিনি আদৌ কোচিং করাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হলে মেহতাব বলেন, "ইচ্ছা আছে।

দ্রাবিড়কে পাকাপাকিভাবে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ নিযুক্ত করা উচিত নয়, দাবি জাফরের

রাহুল দ্রাবিড়কে অস্থায়ীভাবে শ্রীলঙ্কা সফরে কোচিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হলেও তাঁকে পাকাপাকিভাবে টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ নিযুক্ত করা উচিত নয়। এমনটাই দাবি ওয়াসিম জাফররে। বরং দ্রাবিড়কে জুনিয়র ক্রিকেটারদের বেশি করে প্রয়োজন বলেই মত ভারতের প্রাক্তন তারকার।অনূর্ধ-১৯ ভারতীয় দল ও ভারতীয়-এ দলের কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় টিম ইন্ডিয়ার রিজার্ভ বেঞ্চকে শক্তিশালী করেছেন, একথা অস্বীকার করার মতো লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এবার দাবি উঠতে শুরু করেছে যে, শাস্ত্রীকে সরিয়ে বিরাট কোহলিদের কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হোক রাহুলকে। একাধিক প্রথম সারির তারকাকে ছাড়াই শ্রীলঙ্কা সফরে ভারতীয় দল দারুণ কিছু করে দেখালে সেই দাবিটা আরও জোরালো হবে সন্দেহ নেই।বিষয়টা আঁচ করেই জাফর জানালেন, দ্রাবিড়ের এনসিএ প্রধান হিসেবে টিম ইন্ডিয়ার সাপ্লাই লাইনে নজর দেওয়াই উচিত। তাতে লাভ হবে ভারতীয় ক্রিকেটের।নিজের ইউটিউব চ্যানেলে জাফর বলেন, "শ্রীলঙ্কায় দ্রাবিড় কোচ হিসেবে গিয়েছে, আমি নিশ্চিত এতে তরুণ ক্রিকেটাররা উপকৃত হবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে, দ্রাবিড়কে জাতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য জোর করা উচিত নয়। আমার মনে হয় এনসিএতে ভারতের অনূর্ধ-১৯ ও ভারতীয়-এ দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে দ্রাবিড়ের কাজ করা দরকার।"জাফর আরও বলেন, "ভারতের হয়ে যারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলে, তারা সবাই পরিণত। রাহুল দ্রাবিড়কে বেশি প্রয়োজন তাদের, যারা অনূর্ধ-১৯ ও এ-দলের হয়ে খেলে। দ্রাবিড়ের নজরদারিতে উঠতি ক্রিকেটাররা পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছে পারে। তাই দ্রাবিড়ের দীর্ঘ সময় এনসিএতে থাকা দরকার, তাতে ভারতের রিজার্ভ বেঞ্চ আরও শক্তিশালী হবে।"

উইম্বলডন জুনিয়ের ফাইনালে পৌঁছলেন প্রবাসী বাঙালি সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

লন্ডন, ১০ জুলাই (হি.স.): জুনিয়র উইম্বলডনের ফাইনালে পৌঁছলেন আমেরিকার এই প্রবাসী বাঙালি সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার সেমিফাইনালে হারাল ফ্রান্সের গুয়েমার্ড ওয়েনবার্গকে। খেলার ফল সমীরের পক্ষে ৭-৬ (৭-৩), ৪-৬, ৬-৩ গেমে। ফাইনালে তার মুখোমুখি স্বদেশি ভিক্টর লিলভ।

প্রথম সেটে দারুণ ভাবে শুরু করেছিল সমীর। তৃতীয় গেমেই সে ব্রেক করে ওয়েনবার্গকে। কিন্তু তারপরেই ঘুরে দাঁড়ায় ওয়েনবার্গ। খেলা গড়ায় ৬-৬ গেমে। সেখান থেকে টাইব্রেকারে বিপক্ষকে দাঁড়াতে দেয়নি সমীর। দ্বিতীয় সেটের শুরুতেই সমীরকে ব্রেক করেছিল ওয়েনবার্গ। এক সময় সমীর পিছিয়ে যায় ১-৩ গেমে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ৩-৩ করে দেয় সে। এরপর দুই খেলোয়াড়ের ওঠা-নামার খেলা চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ৪-৬ গেমে হার মানতে বাধ্য হয় সমীর। খেলা গড়ায় তৃতীয় সেটে। এবার শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ নিজের হাতে নিয়ে নেয় এই প্রবাসী বাঙালি। শুরুতেই এগিয়ে যায় ২-১ গেমে। সেখান থেকে তাকে আর রোখা যায়নি। প্রতিপক্ষকে দু'বার ব্রেক করে সেট জিতে নেয় ৬-২ গেমে। সেই সঙ্গেও ফাইনালের টিকিটও নিশ্চিত হয়ে যায়।

এর আগে প্রত্যেক ম্যাচই পৌনে দু'ঘণ্টার মধ্যে শেষ করে দিয়েছিল সমীর। এই ম্যাচ গড়াল প্রায় দু'ঘণ্টার কাছাকাছি। ফাইনালে তার মুখোমুখি স্বদেশি ভিক্টর লিলভ।

প্রসঙ্গত, এর আগে ভারতীয় হিসেবে জুনিয়র উইম্বলডন জিতেছেন রমানাথন কৃষ্ণন এবং তাঁর ছেলে রমেশ। লিয়েন্ডার পেজও এই প্রতিযোগিতা জিতেছেন। বঙ্গজ ব্রাহ্মণ সন্তান জয়দীপ মুখোপাধ্যায় ফাইনালে উঠেছিলেন। তবে জিততে পারেননি।

অভাবনীয় সফলতার পরিচয় দিয়ে উইম্বলডন জুনিয়র্সের শেষ চারে পৌছে গিয়েছেন প্রবাসী বাঙালি সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রতিপক্ষ ক্রোয়েশিয়ার মিলি পোলিসাককে ৬-১, ৬-১ সেটে কার্যত উড়িয়ে দিয়েছে সেমিফাইনালে পৌঁছন তিনি।১৭ বছরের সমীর শনিবার ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটায় উইম্বলডন জুনিয়র্সের সেমিফাইনালে নামছে। এক নম্বর কোর্টে অবাছাই সমীরের সামনে আর এক অবাছাই ফ্রান্সের গুয়েমার্ড ওয়েনবার্গ। সমীরের প্রতিপক্ষ শুধু অবাছাই নয়, সমবয়সী এই ফরাসী যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে উঠে এসে শেষ চারে জায়গা করে নিয়েছে। সমীরের টেনিসের দাপট এতটাই যে এখনও পর্যন্ত চারটি ম্যাচে মাত্র দুটি সেট হারতে হয়েছে আমেরিকার নিউ জার্সিতে থাকা বাঙালি সমীরকে। কোনও ম্যাচই পৌনে দুই ঘণ্টার বেশি গড়াতে দেয়নি সে। সাত নম্বর কোর্টে প্রথম রাউন্ডে হারায় দ্বাদশ বাছাই পোলান্ডের মাক্স কাসনিকোয়স্কিকে। ১ ঘণ্টা ৪২ মিনিটে সমীর এই ম্যাচ জেতে ৬-২, ২-৬, ৬-৩ গেমে। দ্বিতীয় রাউন্ডে সাত নম্বর কোর্টেই সমীরের সামনে ছিল স্লোভাকিয়ার পিটার বেঞ্জামিন প্রিভারা। ১ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটের লড়াইয়ে সমীর তাকে হারায় ৬-১, ৫-৭, ৬-১ গেমে। তৃতীয় রাউন্ডে সমীরের সামনে কঠিন লড়াই ছিল। তাকে সামলাতে হয় পাঁচ নম্বর ব্রাজিলের পেদ্রো বসকার্ডিন ডায়াসকে। কিন্তু এক ঘণ্টারও কম সময়ে সমীর সহজেই ৬-২, ৬-১ গেমে হারায় তাকে। শুক্রবার কোয়ার্টার ফাইনালে আরও সহজে জেতে সমীর। ৬-১, ৬-১ গেমে উড়িয়ে দেয় ক্রোয়েশিয়ার মিলি পোলিসাককে।

জুনিয়র ডাবলসেও শেষ চারে উঠেছে সমীর। তার জুড়ি জাপানের কোকোরো ইসোমুরা। সমীরের ডাবলস সেমিফাইনালও শনিবারই।

সমীরের এই উত্থান মনে করাচ্ছে লিয়েন্ডার পেজের উত্থানকে। ১৯৯১ সালে উইম্বলডনের সবুজ ঘাস সাক্ষী থেকেছিল ভারতীয় টেনিস জগতের আকাশে এক "ধ্রুবতারা"র উত্থানের। কলকাতার বেকবাগানের গলি থেকে উঠে এসে সেই যে টেনিস বিশ্বকে শাসন করতে শুরু করেছিলেন তৎকালীন "বালক" লিয়েন্ডার সেই শাসন এখনও অটুট। সেই ঘটনার ঠিক ৩০ বছর বাদে ফের অল ইংল্যান্ডের সবুজ ঘাসে আরেক বাঙালির কাছে স্বপ্নকে সত্যি করার হাতছানি। আমেরিকার নিউ জার্সির বাস্কিং রিজের বাসিন্দা সমীরের সাফল্যের উন্মাদনা স্পর্শ করেছে কলকাতা শহরকেও। বর্তমানে সমীর বিশ্ব জুনিয়ার ক্রমতালিকায় ১৯ নম্বরে রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে তার টেনিস ক্যারিয়ারের পথচলা শুরু সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই বছর দিল্লিতেও খেলে গিয়েছেন সমীর। সেই প্রতিযোগিতায় অর্থাৎ আইটিএফ জুনিয়ার্সে কোয়ার্টার ফাইনালে হারের মুখ দেখা সমীর এবার উইম্বলডনের বালক সিঙ্গেলসের খেতাব জিতে লিয়েন্ডার পেজের নজিরকে স্পর্শ করতে পারেন কিনা এখন সেটাই দেখার।

খেলাধুলোর দুনিয়ায় বিরল দিন রবিবার, 'সুপার সানডে'-র জন্য আপনি তৈরি তো?

আপনি যদি খেলাধুলো ভালবাসেন, বিশেষত ফুটবল এবং টেনিসপ্রেমী হন, তাহলে আক্ষরিক অর্থেই রবিবারটা আপনার কাছে 'সুপার সানডে' হতে চলেছে।হবে না-ই বা কেন! একই দিনে কোপা আমেরিকা ফাইনাল, উইম্বলডন ফাইনাল এবং ইউরো কাপের ফাইনাল প্রত্যেক বছর আসে নাকি? প্রত্যেক বছর কেন, চার বছর অন্তরও এই জিনিস হওয়ার সম্ভাবনা কম।তারিখের দিক থেকে অবশ্য কোপা এবং ইউরো এক দিনে নয়। ব্রাজিলের মারাকানায় স্থানীয় সময় শনিবার রাত ন'টায় খেলা শুরু হবে। তবে ভারতীয়রা দেখতে পাবেন রবিবার ভোররাতে। সে অর্থে তাঁদের কাছে রবিবারই ফাইনাল।শুধু ফাইনাল নয়, এই লড়াই কার্যত মহারণ। বাঙালির দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাওয়ার ম্যাচ। শেষ বার ১৪ বছর আগে কোপা ফাইনালে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা একে অপরের মুখোমুখি হয়েছিল। মেসি তখন সবে জাতীয় দলের প্রথম একাদশে নিয়মিত জায়গা পাওয়া শুরু করেছেন। নেমার সেটা তখনও পাননি। জুলিয়ো ব্যাপতিস্তার ব্রাজিল ৩-০ গোলে ধ্বংস করেছিল রবার্তো আয়ালার আর্জেন্টিনাকে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

করোনা উইকএন্ড কারফিউ মানার জন্য মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মঠচৌমুহনীতে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ জানানো হয় শনিবার। ছবি নিজস্ব।

আগরউড বাণিজ্যের জন্য পাঁচ বছরে ১০০ কোটি টাকা প্রকল্প রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। "আত্মনির্ভর ভারত" ও "লোকাল ফর ভোকাল" উদ্যোগের অংশ হিসাবে, ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের আগর কাঠের ব্যবসায়ের প্রচারের জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প শুরু করেছে যা ২০২৫ সালের মধ্যে ২০০০ কোটি টাকার ব্যবসা বাণিজ্য হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজি করেছিলেন এবং আগর গাছ লাগানোর জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের কাছ থেকে ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করেছেন। যাতে ত্রিপুরা ২০০০ কোটি টাকার অর্থনীতি রাজ্য গড়ে উঠবে।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ এখবর জানিয়ে বলেন, রাজ্য মন্ত্রিসভা সম্প্রতি 'ত্রিপুরা আগরউড নীতি ২০২১' অনুমোদন করেছে। বর্তমানে ৫৪ লক্ষ 'আগর' গাছ রয়েছে রাজ্যে। আমরা ২০২৫ সালের মধ্যে ৪০০০ হেক্টর জমিতে আরও আগর গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং রাবার, বাঁশ এবং অন্যান্য প্রধান বনজ ফসলের পরে ত্রিপুরায় আরও একটি 'অর্থনৈতিক বিপ্লব' তৈরি করব।

এই নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে, আগামী পাঁচ বছরের জন্য ১০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে এই তহবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে উপসাগরীয় দেশগুলিতে যথাক্রমে আগর কাঠ চিপস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তেল এবং সুগন্ধি শিল্পে বিপণনকে বৈধ করার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। 'আগর উড' এর বাণিজ্য একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় বর্তমানে প্রচুর আগর গাছ রয়েছে বলে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন।

মন্ত্রীর দাবি, 'আগারউড তেল তরল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশের ব্লক পঞ্চায়েতেও বিপুল জয় বিজেপির

লখনউ, ১০ জুলাই (হি.স.): এবার উত্তরপ্রদেশ ব্লক পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচনেও বড় জয় বিজেপির। শনিবার রাজ্যের ৪৭৬টি ব্লকের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচন হয়। 'তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে' তার মধ্যে ৩৪৯টি পদে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়নি। এর মধ্যে ৩৩৪টিই জিতে নিয়েছে বিজেপি। অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি জেতে ৭টিতে।

রাজধানী লখনউ এবং মুলায়ম, অখিলেশে প্রাক্তন নির্বাচন কেন্দ্র কনৌজের সবগুলি ব্লক পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান পদ জিতেছে বিজেপি। আগরা জেলাতেও তাই। সীতাপুর জেলার ১৯টির মধ্যে ১৫টি এবং হরদোই জেলার ১৯টির মধ্যে ১৪টি গিয়েছে গেরুয়া শিবিরের দখলে। মুজফরনগর জেলার ৯টি ব্লক পঞ্চায়েতে মধ্যে ৮টিতে বিজেপি জিতেছে। রাষ্ট্রীয় লোকদলের ঝুলিতে একটি।

রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোটে জেতা মোট আসন সংখ্যার হিসেবে গত মে মাসে বিজেপি-র সঙ্গে সমানে টক্কর দিয়েছিল অখিলেশের দল। কিন্তু তার দু'মাসের মধ্যে জেলা এবং ব্লক স্তরের পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ বাছাইয়ের ভোটে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জয়ী পদ্ম-শিবির। এই পরিস্থিতিতে সমাজবাদী পার্টি-সহ কয়েকটি বিরোধী দল যোগী আদিত্যনাথের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার করে নির্দল ও অন্যান্য দলগুলির জয়ী প্রার্থীদের সমর্থন আদায়ের অভিযোগ তুলেছে।

সম্প্রতি জেলা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নির্বাচনেও বিপুল জয় পেয়েছিল বিজেপি। ৭৫টির মধ্যে ৬৭টি জেলা পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান পদে জেতে বিজেপি। সমাজবাদী পার্টি জয়ী হয় মাত্র ৬টিতে।

কোভিডে আক্রান্ত ৪২-হাজারের বেশি ভারতে দৈনিক মৃত্যু ১,২০৬ জনের

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): ভারতে ফের অনেকটাই বাড়ল কোভিডে মৃত্যুর সংখ্যা, দেশে আরও ১,২০৬ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। আক্রান্তের সংখ্যাতেও রাশ টানা যাচ্ছে না, বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২,৭৬৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৪৫,২৫৪ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৭.২০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪২,৭৬৬ জন, সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে গিয়ে ৪,৫৫,০৩৩-এ পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,৬৯৪ জন, ফলে এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ১.৪৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতে ৩৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩৭,২১,৯৬,২৬৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৩০,৫৫,৮০২ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১,২০৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,০৭,১৪৫ জন (১.৩২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৯,৫৫,২২৫। নতুন করে ৪২,৭৬৬ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০৭,৯৫,৭১৬।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৫ হাজার ২৫৪ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৯,৩৩,৫৩৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.২০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩৭ কোটি ২১ লক্ষ ৯৬ হাজার ২৬৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

তরল দুধের দাম ২ টাকা বাড়াল মাদার ডেয়ারি, কার্যকর ১১ জুলাই থেকে

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি.স.): পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে যখন নাভিশ্বাস দেশবাসীর, এমন সময় মধ্যবিত্তের নিত্য-যন্ত্রণা আরও একধাপ বাড়ল। দিল্লি এনসিআর-সহ অন্যান্য শহরে তরল দুধের দাম বাড়াল বৃহৎ দুগ্ধ প্রস্তুতকারী সংস্থা মাদার ডেয়ারি। মাদার ডেয়ারির তরল দুধের দাম লিটারপ্রতি ২ টাকা বাড়ানো হয়েছে। রবিবার থেকেই নতুন এই দাম কার্যকর হবে।

প্রায় দেড় বছর পর তরল দুধের দাম বাড়াল মাদার ডেয়ারি। এর আগে দুধের দাম সংশোধন করা হয়েছিল ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। মাদার ডেয়ারির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত ধরনের দুধের ক্ষেত্রেই ২ টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছে। কার্যত বাধ্য হয়েই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে গত ১ জুলাই থেকে আমুলও ২ টাকা করে দাম বাড়িয়েছিল দুধের। উল্লেখ্য, প্রতিদিন শুধুমাত্র দিল্লি এনসিআর-এ ৩০ লক্ষ লিটারের বেশি দুধ বিক্রি হয় মাদার ডেয়ারির।

কেরলে জিকা ভাইরাসে আক্রান্ত ১৪ জন, পৌঁছল ছ'সদস্যের কেন্দ্রীয় দল

তিরুবনন্তপুরম, ১০ জুলাই (হি.স.): কেরলে মোট ১৪ জনের শরীরে পাওয়া গেল জিকা ভাইরাস। শুক্রবার ১৩ জনের শরীরে জিকার উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি। এর আগে ২৪ বছরের এক তরুণীর শরীরে মিলেছিল জিকা ভাইরাস। সব মিলিয়ে কেরলে ১৪ জনের শরীরে মিলল জিকা ভাইরাসের উপস্থিতি। কেন্দ্র থেকে ৬ সদস্যের এক দলও গিয়েছে কেরলে।

কেরল সরকারের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২৪ বছরের তরুণীর শরীরে জিকা ভাইরাস মেলার পর ১৯ জনের নমুনা পাঠানো হয়েছিল পুণের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজিতে। সেখানে ১৯ জনের মধ্যে ১৩ জনের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। জিকা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া রুখতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বীণা জর্জ। কেন্দ্র থেকে ৬ সদস্যের এক দলও গিয়েছে কেরলে।

উল্লেখ্য, জিকা ভাইরাস মশাবাহিত এক রোগ। মশার মাধ্যমে এই ভাইরাস মানুষের শরীরে ঢোকে। এই রোগে আক্রান্ত হলে ডেঙ্গুর মতোই লক্ষণ দেখা দেয়। প্রবল জ্বর, গাঁটে ব্যাথা ছাড়াও, শরীরে র‍্যাশ বের হতে দেখা যায়। এমনকি শরীরের জটিলতা বাড়িয়ে প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে জিকা।এই জিকা ভাইরাস মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে গর্ভস্থ সন্তান ও ভ্রুণের। গর্ভবতী মহিলারা যদি জিকা ভাইরাস -এ আক্রান্ত হন, তাহলে শিশু বিকলাঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। শিশুর মস্তিষ্ক স্বাভাবিকের থেকে ছোট আকারের হতে পারে। মস্তিষ্ক বিকাশও থমকে যায়। কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে গর্ভস্থ সন্তান ও মায়ের।

কেরলে প্রতি বছরই প্রায় জিকা সংক্রমণ ছড়ায়। স্বাস্থ্য মহলের মতে, ডেঙ্গির মতো জিকার মশাও পরিষ্কার জলে জন্মায়। নতুন সংক্রমণ স্বাভাবিক ভাবেই চিন্তায় ফেলেছে সরকারকে। জিকা ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া রুখতে পরিকল্পনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন সে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী বীণা জর্জ। কেন্দ্র থেকে ৬ সদস্যের এক দলও গিয়েছে কেরলে।

ওড়িশায় মাওবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জখম দু"জন জওয়ান

ভুবনেশ্বর, ১০ জুলাই (হি.স.): ওড়িশার বৌধ ও কান্ধামাল জেলার সীমানা লাগোয়া জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে জখম হয়েছেন ওড়িশা পুলিশের বিশেষ অপারেশন গ্রুপের দু"জন জওয়ান। ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি) অভয় জানিয়েছেন, উভয় জওয়ানের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল, তাঁদের আকাশপথে ভুবনেশ্বরের এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে বৌধ ও কান্ধামাল জেলার সীমানা লাগোয়া জঙ্গলে মাওবাদীদের সঙ্গে সুরক্ষা বাহিনীর গুলির লড়াই হয়। বিশেষ সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে সুরক্ষা বাহিনী অভিযান চালিয়েছিল।

ডিজিপি জানিয়েছেন, জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালানোর সময় সিপিআই (মাওবাদী) সদস্যরা এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে থাকে। আচমকা গুলি চলায় জখম হয়েছেন স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের দু"জন কমান্ডো। এনকাউন্টারে কয়েকজন মাওবাদী জখম হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। জখম জওয়ানদের হেলিকপ্টারে ভুবনেশ্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জুলাই।। রথযাত্রা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'রথযাত্রা আমাদের দেশের এক পরম্পরা। উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে প্রতি বছরই রথযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়ে আসছে। এই রাজ্যের মানুষও এই উৎসবে অংশ নেন। গতবছরের মতো এবছরও করোনা অতিমারী পরিস্থিতিতে অনাড়ম্বরভাবে পালন করা হচ্ছে রথযাত্রা উৎসব। রাজ্যের মানুষ করোনা স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই উৎসবে সামিল হবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।

রথযাত্রা উৎসব সার্বজনীন ভালোবাসা এবং সৌভ্রাত'ত্বের প্রতীক। এই উৎসব সকল ধর্মপ্রাণ মানুষের সম্পীতির বন্ধনকে সুদ'ঢ় করে। আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্যগত সংস্ক'তির বিকাশকে উজ্জীবিত করুক এই উৎসব। ভগবান জগন্নাথদেবের আশীর্বাদ রাজ্যবাসীকে সুস্থ দেহ ও মনে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পকে সফল করুক।'

রথযাত্রার ১ দিন আগে থেকেই জারি হচ্ছে কারফিউ, ১০ তারিখের মধ্যে পর্যটকদের পুরী ছাড়ার অনুরোধ

পুরী, ১০ জুন (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করেই, এবারও ভক্তবিহীন রথযাত্রা হচ্ছে পুরীতে। আর তার জন্যই কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে ওড়িশা প্রশাসন। ১১ জুলাই রাত ৮ টা থেকে পুরীতে জারি হচ্ছে কারফিউ। যা জারি থাকবে রথযাত্রার পরের দিন অর্থাৎ ১৩ জুলাই পর্যন্ত। ইতিমধ্যেই এলাকার সমস্ত পর্যটককে ১০ তারিখের মধ্যে পুরী ছাড়ার অনুরোধ করা হয়েছে।

এদিকে, পুরী এবং ওড়িশার অন্যান্য জেলায় রথযাত্রার আয়োজন করতে চেয়ে অনেকেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু পুরী ছাড়া ওড়িশার অন্যান্য অংশে রথযাত্রার অনুমতি দেয়নি ওড়িশা সরকার। আর সরকারের এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই আদালতে একাধিক পিটিশন জমা পড়ে। এদিন সেই সব পিটিশন খারিজ করে দেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, রথযাত্রা নিয়ে ওড়িশা সরকারের সিদ্ধান্তে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না আদালত।

আর তাই গতবারের মতই এবারও করোনাবিধি মেনেই, পালিত হবে জগন্নাথ (নান্দীঘোষ), বলভদ্র (তালধ্বজ) ও সুভদ্রার (দর্পদলনা) রথযাত্রা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে থাকবে না কোনও ভক্ত সমাগম। যাঁরা রথের কাছাকাছি উপস্থিত থাকবেন এবং রথের রশি টানার সুযোগ পাবেন প্রত্যেককে নেগেটিভ আরটি-পিসিআর রিপোর্ট দেখাতে হবে। পাশাপাশি টিকার দু'টি ডোজই হয়ে গিয়ে থাকতে হবে। এছাড়াও এলাকার সমস্ত পর্যটককে ১০ তারিখের মধ্যে পুরী ছাড়ার অনুরোধ করা হয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীতে জানবাহন চলাচলের উপরেও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। এছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে নির্দেশ হিসেবে বলা হয়েছে যে, বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছাড়া দোকান খোলা যাবে না।

প্রসঙ্গত,১২ জুলাই রয়েছে রথযাত্রা উৎসব। ২০২০ সালের আগে পর্যন্ত মহা-ধুমধাম করে এই উৎসব পালিত হত। পুরীর জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসবকে কেন্দ্র করে বহু ভক্তের সমাগম হত। কিন্তু গতবছর করোনার আগমনের কারণে এই চেনা ছবিতে পরিবর্তন ঘটে। এবারও করোনার কারণেই বিধিনিষেধের বেড়াজালে পালিত হবে রথযাত্রা উৎসব। জানা গিয়েছে, এবার ৩ হাজার সেবায়েত অংশ নেবেন অনুষ্ঠানে। সুরক্ষার জন্য ১ হাজার পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রয়োজনে কারফিউর সময়সীমা আরও বাড়ানো হতে পারে ওড়িশায়।

বিবৃতি জারি করে নিজের পশু চিকিৎসা কেন্দ্র বন্ধ করলেন মানেকা গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১০ জুলাই (হি. স.) চিকিৎসার নামে একটি পথ-কুকুরের উপর নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায় বিবৃতি জারি করে দিল্লির সঞ্জয় গান্ধী পশু চিকিৎসা কেন্দ্র আপাতত বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন পশু-অধিকার কর্মী তথা বিজেপি সাংসদ মানেকা গান্ধী।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি কুকুরের দুই পা ধরে দেওয়ালের দিকে জোরে ছুড়ে মারছেন এক কর্মী। কুকুরটির মুখে ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করতেও দেখা গিয়েছে দুই ব্যক্তিকে। এই ঘটনায় টুইটারে একটি বিবৃতি জারি করে বিজেপি সাংসদ জানান, 'সম্প্রতি একটি পথ-কুকুরকে আহত অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছিল এই চিকিৎসা কেন্দ্রে। ব্যথার চোটে এমনিতেই প্রচণ্ড খিটখিটে হয়ে ছিল কুকুরটি। সেই অবস্থায় তার চিকিৎসা করতে যাওয়া পশু চিকিৎসককে কামড়ে দেয় সে। তার পরই ওই নারকীয় ঘটনা ঘটে।'

বিবৃতিতে মানেকা গান্ধী বলেন, 'ওই ভিডিয়োটি দেখার পর থেকে আমি নিজেই বিধ্বস্ত। গা গুলিয়ে উঠছে আমার। সঙ্গে সঙ্গেই ওই পশুচিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। তাঁদের গ্রেফতারও করা হয়েছে। ওই বিভাগের দায়িত্বে যে চিকিৎসক ছিলেন, তাঁকেও নোটিস ধরিয়ে এই চিকিৎসা কেন্দ্র ছাড়তে বলেছি। কিন্তু আমি জানি, এটুকু যথেষ্ট নয়।'

৪০ বছরের পুরনো এই পশু চিকিৎসা কেন্দ্র তার লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ হয়েছে বলেই মনে করেন মানেকা। তাঁর কথায়, 'হাসপাতালটিকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে কুকুরদের চিকিৎসা বিভাগে পরিকাঠামো বাড়াতে হবে। আর শুধু কর্মী সংখ্যা বাড়ালেই চলবে না। তাঁরা যাতে আরও সংবেদনশীল হন এই কাজে, সেই বিষয়টির দিকেও লক্ষ রাখা জরুরি।"

হরিয়ানায় বিজেপির সভায় চাষিদের হামলা, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ

চণ্ডীগড়, ১০ জুলাই (হি.স.): শনিবার হরিয়ানার বিজেপির দু'টি সভায় হামলা করলেন কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষকরা। হরিয়ানার যমুনানগর ও হিসার জেলায় সংঘর্ষ হয়। দু'টি সভাতেই রাজ্যের প্রথম সারির বিজেপি নেতাদের আসার কথা ছিল। অশান্তির ভয়ে আগেই ওই অঞ্চলে বিরাট সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। ব্যারিকেড দিয়ে ধিরে ফেলা হয় সভাস্থল। কিন্তু কৃষকরা ট্র্যাকটর দিয়ে ব্যারিকেড ভেঙে দেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে ছয় মাসেরও বেশি প্রতিবাদ চালিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা। হরিয়ানার যমুনানগর ও হিসার জেলায়ও দীর্ঘদিন ধরে কৃষকরা রাস্তা অবরোধ করে রেখেছেন। কৃষকরা আগেই ঘোষণা করেছিলেন, বিজেপি অথবা জননায়ক জনতা পার্টিকে সভা করতে দেওয়া হবে না। অশান্তির ভয়ে আগেই ওই অঞ্চলে বিরাট সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। ব্যারিকেড দিয়ে ধিরে ফেলা হয় সভাস্থল। কিন্তু কৃষকরা ট্র্যাকটর দিয়ে ব্যারিকেড ভেঙে দেন। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী মূলচাঁদ শর্মার এদিন যমুনানগরে এক সভায় ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। সেখানে পুলিশের সঙ্গে কৃষকদের সংঘর্ষ হয়। হিসার জেলায় গুরু জামবেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি ওম প্রকাশ ধনকরের ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে এদিন বিরাট সংখ্যক পুলিশকর্মী মোতায়েন করা হয়। দুপুরে কৃষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে আসেন। তাঁরা বলেন, বিজেপির অনুষ্ঠান বাতিল করতে হবে।

বক্সনগর কলসীমুড়া থেকে ১৫ লক্ষ টাকার ২৯৮কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জুলাই।। বক্সনগর কলসীমুড়ায় থেকে গোপন খবরের ভিত্তিতে প্রশাসনের যৌথ অভিযানে ৪৫হাজার গাঁজার নার্সারি ধংশ করেন প্রশাসনের যৌথ বাহিনী এবং ব্লক টিলার মনোরনন সরকারের বাড়িতে গোপন খবরের ভিত্তিতে হানা দিয়ে ২৯৮কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে কলমচৌড়া থানার পুলিশ ও বিএসএফ ৭৪ব্যাটিলিয়ান ডেপুটি কমান্ডেন্ট রাজীব কুমার এবং কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণু পদ ভৌমিক সহ অন্যান্য অফিসার গন বাড়ির মালিক পলাতক তবে উনার নামে একটি এন ডি পি এস মামলা নিয়েছে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনে ও জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন কলমচৌড়া থানার ওসি বিষ্ণু পদ ভৌমিক।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।